প্রস্তুত হওয়ার জন্য গেলাম, কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিলাম তখনও কোন প্রকার প্রস্তুতিই হইল না। এইভাবে আমার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপরদিকে মুসলমানগণ অত্যন্ত দ্রুত তবূকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একসময় আমার যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও হাতছাড়া হইয়া গেল। আমি এরাদাও করিয়াছিলাম যে, রওয়ানা হইয়া যাই এবং লশকরের সহিত যাইয়া মিলিত হই। হায় যদি আমি তাহা করিতাম! কিন্তু তাহা করা আমার তকদীরে ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলিয়া যাওয়ার পর আমি যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের মধ্যে ঘুরাফিরা করিতাম তখন আমার এই কারণে বড় দুঃখ হইত যে, আমি শুধু তাহাদেরকেই দেখিতে পাইতাম যাহাদের উপর মুনাফিকীর দাগ লাগিয়া রহিয়াছে অথবা ঐ সমস্ত দুর্বল লোকদেরকে দেখিতাম, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা অপারগ বলিয়া মাফ করিয়া দিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূক পৌছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে কোন আলোচনা করেন নাই। তবূকে পৌছিয়া তিনি লোকদের সহিত এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। সেখানে বলিলেন, কা'বের কি হইল? বনু সালামার এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সম্পদ ও রূপের অহংকার তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, তুমি খুবই অন্যায় কথা বলিয়াছ। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তাহাকে ভাল মানুষ বলিয়াই জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন।

আমি যখন এই সংবাদ পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিতেছেন তখন চিন্তা ও দুঃখ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত আমার মনে আসিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম যে, আগামীকাল কি অজুহাত দেখাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি হইতে জান বাঁচাইব? এই ব্যাপারে আমার পরিবারের প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট পরামর্শ চাহিলাম।

অতঃপর আমাকে যখন বলা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিসত্বর পৌছিয়া যাইবেন তখন এদিক সেদিকের সমস্ত মিথ্যা অজুহাত আমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া আমি কখনও নিজেকে বাঁচাইতে পারিব না। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত লইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথাই বলিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া পৌছিলেন। তিনি যখনই সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন সর্বপ্রথম মসজিদে উঠিতেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া লোকদের সহিত সাক্ষাতের জন্য বসিয়া যাইতেন। যথারীতি নামায হইতে অবসর হইয়া যখন তিনি মসজিদে বসিলেন তখন যাহারা এই যুদ্ধে না যাইয়া পিছনে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা হাজির হইতে লাগিল এবং কসম করিয়া নিজেদের ওজর পেশ করিতে লাগিল। এইরূপ লোকদের সংখ্যা আশির অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বাহ্যিক অবস্থাকে মানিয়া লইলেন এবং তাহাদেরকে বাইআত করিলেন ও তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করিলেন, আর তাহাদের ভিতরগত অবস্থাকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিলেন।

আমিও তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমি যখন তাঁহাকে সালাম করিলাম তিনি রাগের হাসি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, আস। আমি হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন পিছনে থাকিয়া গেলে? তুমি কি সওয়ারী খরিদ করিয়াছিলে না? আমি বলিলাম, জ্বি, হাঁ, আল্লাহর কসম, যদি এখন আপনি ব্যতীত দুনিয়ার আর কাহারো নিকট আমি হইতাম তবে যুক্তিসম্মত ওজর পেশ করিয়া তাঁহার গোসসা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে যুক্তিতর্কের পারদর্শিতা দান করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি জানি, যদি আজ আমি মিথ্যা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া লই তবে অতিসত্বর

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তায়ালা (আপনাকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া) আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। আর যদি আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিয়া দেই তবে যদিও আপনি এখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন, কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহর কসম, আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম, আমি এইবার যখন আপনার (সহিত না যাইয়া) পিছনে রহিয়া গেলাম তখন আমি যে পরিমাণ শক্তিশালী ও সম্পদশালী ছিলাম, ইতিপূর্বে আমি কখনও এরূপ ছিলাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, তুমি উঠিয়া যাও, তোমার ব্যাপারে এখন আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করিবেন। আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিলে (আমার গোত্র) বনু সালামার অনেকে দ্রুত উঠিয়া আসিল এবং আমার পিছনে চলিতে লাগিল। তাহারা আমাকে বলিল, আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে তুমি কোন গুনাহ করিয়াছ বলিয়া আমাদের জানা নাই। তুমি কি এইটুকু করিতে পারিতে না যে, অন্যান্য যাহারা পিছনে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা যেমন অজুহাত দেখাইয়াছে তুমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অজুহাত পেশ করিতে? আর তোমার গুনাহের জন্য তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এস্তেগফার যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম, তাহারা আমাকে এইভাবে তিরস্কার করিতে থাকিল।

অবশেষে আমি এরাদা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া যাইয়া নিজের পূর্বকথাকে অস্বীকার করিব। কিন্তু আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার ন্যায় আর কাহারো সহিত কি এরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তাহারা বলিল, হাঁ, আরো দুই ব্যক্তির সহিত এরূপ করা হইয়াছে। তাহারা দুইজনও তোমার মত বলিয়াছে। তাহাদেরকেও উহাই বলা হইয়াছে যাহা তোমাকে বলা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা দুইজন কে? তাহারা বলিল,

মুরারাহ ইবনে রাবী' আমরী ও হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী (রাঃ)। তাহারা আমাকে এমন দুই ব্যক্তির নাম বলিল, যাহারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং বর্তমান অবস্থায় আমার সহিত শরীক আছেন। তাহারা এই দুইজনের নাম উল্লেখ করার পর আমি চলিয়া আসিলাম। যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যায় নাই তাহাদের মধ্য হইতে আমাদের তিনজনের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মুসলমানদেরকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সুতরাং লোকেরা আমাদের সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিল এবং আমাদের সহিত তাহাদের আচরণ বদলাইয়া গেল। এমনকি মনে হইতে লাগিল যে, জমিনও বদলাইয়া গিয়াছে, ইহা যেন আমার সেই পূর্ব পরিচিত জমিন নয়।

আমরা এইভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত করিয়াছি। আমার দুই সঙ্গী তো অক্ষম হইয়া ঘরে বসিয়া রহিল এবং তাহারা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করিত। আমি তাহাদের মধ্যে যুবক ও অধিক শক্তিশালী ছিলাম। অতএব আমি বাহিরে আসিতাম এবং মুসলমানদের সহিত নামাযে শরীক হইতাম, বাজারে ঘুরাফিরা করিতাম, কিন্তু কেহ আমার সহিত কথা বলিত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম। তিনি নামাযের পর নিজের জায়গায় বসিয়া থাকিতেন। আমি মনে মনে বলিতাম যে, আমার সালামের উত্তরে তাঁহার ঠোঁট মোবারক নড়িয়াছে কিনা? তারপর আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিতাম এবং আড়চোখে তাঁহার দিকে দেখিতাম। যখন আমি নামাযে মনোযোগ দিতাম তখন তিনি আমার দিকে দেখিতেন। আবার যখন আমি তাঁহার দিকে দেখিতাম, তিনি অন্যদিকে চেহারা ঘুরাইয়া ফেলিতেন।

এইভাবে লোকদের অসহযোগিতা যখন দীর্ঘ হইল তখন (একদিন অসহ্য হইয়া) আমি হাঁটিতে হাঁটিতে হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর বাগানের দেয়ালের উপর উঠিলাম। তিনি আমার চাচাতো ভাই ছিলেন

WWW.BANGLAKITAB.COM

এবং তাহার সহিত আমার অত্যাধিক মহব্বত ছিল। আমি তাহাকে সালাম দিলাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি বলিলাম, হে আবু কাতাদাহ, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করি? তিনি চুপ রহিলেন। আমি তাহাকে দ্বিতীয়বার আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি চুপ রহিলেন। যখন আমি তাহাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। ইহা শুনিতেই আমার চোখে পানি আসিয়া গেল। আমি আবার দেয়াল টপকাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এই অবস্থায় একদিন আমি মদীনার বাজারের যাইতেছিলাম। এমন সময় মদীনায় শস্য বিক্রয়ের জন্য আগত সিরিয়ার অধিবাসী এক নিবতীকে শুনিলাম, বলিতেছে, কে আছে আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলিয়া দিবে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করিতে লাগিল। সে আমার নিকট আসিল এবং আমাকে গাস্সানের বাদশার পক্ষ হইতে রেশমী কাপড়ে প্যাচানো একটি চিঠি দিল। উহাতে লেখা ছিল, 'আম্মাবাদ, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তোমার মনিব তোমার উপর জুলুম করিয়াছে। আল্লাহ তোমাকে অপমানের জায়গায় না রাখুন এবং তোমাকে ধ্বংস না করুন, তুমি আমাদের নিকট আসিয়া পড়, আমরা তোমার সর্বরকমে খাতির করিব।'

আমি চিঠি পড়িয়া ভাবিলাম, ইহা আরেক মুসীবত আমার উপর আসিয়াছে। (আমাকে ইসলাম হইতে সরাইবার চেষ্টা চলিতেছে।) আমি এই চিঠি লইয়া যাইয়া তন্দুরের ভিতর নিক্ষেপ করিলাম। পঞ্চাশ দিনের মধ্য হইতে চল্লিশ দিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদবাহক আমার নিকট আসিল এবং আমাকে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে আদেশ করিতেছেন, যেন তুমি নিজ স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া যাও। আমি বলিলাম, আমি কি তাহাকে তালাক দিয়া দিব, না আর

কোন কিছু করিব? সে বলিল, না, (তালাক দিও না) বরং তাহার নিকট হইতে পৃথক থাক, তাহার নিকটে যাইও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাকী দুই সঙ্গীর নিকটও এই পয়গাম পাঠাইলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও। যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা ইহার ফয়সালা না করেন সেখানেই থাক।

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হেলাল ইবনে উমাইয়াহ একেবারে বৃদ্ধলোক, তাহার খেদমত করারও কেহ নাই। (আমি যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই তবে) তিনি ধ্বংস হইয়া যাইবেন। আপনি কি ইহা অপছন্দ করেন যে, আমি তাহার খেদমত করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তবে সে যেন তোমার নিকটে না আসে। স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম, তাহার মধ্যে তো এইদিকের কোন ঝোঁকই নাই। তিনি তো যেদিন হইতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে আজ পর্যন্ত কাঁদিতেই রহিয়াছেন। (হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন,) আমাকে আমার পরিবারের কেহ কেহ বলিল, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ন্যায় তুমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তোমার স্ত্রীর খেদমতের ব্যাপারে অনুমতি লইতে। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে অনুমতি চাহিব না। কি জানি অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলিবেন? আর আমি তো জোয়ান মানুষ (নিজের কাজ নিজেই সমাধা করিতে পারি)।

এইভাবে আরো দশদিন কাটিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হইতে আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন সেদিন হইতে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল। পঞ্চাশতম দিনের সকালে ফজরের নামায পড়িয়া আমি আমার ঘরের ছাদের উপর

www.BANGLAKITAB.com

বসিয়াছিলাম। আর আমার অবস্থা ছিল সেরূপ যেরূপ আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ আমার জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য তাহা সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় আমি এক ব্যক্তিকে সিলা' পাহাড়ে চড়িয়া উচ্চস্বরে এই আওয়াজ দিতে শুনিলাম যে, হে কা'ব, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়িয়া গেলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে, প্রশস্ততা আসিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর লোকদের মধ্যে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা করিলেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দানের জন্য ছুটিল এবং অনেকে যাইয়া আমার উভয় সাথীকে সুসংবাদ দিল।

এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটাইয়া আমার নিকট আসিল। (ইনি হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) ছিলেন।) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দ্রুত দৌড়াইয়া পাহাড়ে উঠিল এবং সেখান হইতে আওয়াজ দিল, আর এই আওয়াজ ঘোড়ার পূর্বে পৌছিয়া গেল। (ইনি হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) ছিলেন।) আমি যাহার আওয়াজ শুনিয়াছি, সে যখন আমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসিল তখন আমি তাহাকে নিজের পরিধানের উভয় কাপড় খুলিয়া দিয়া দিলাম। আল্লাহর কসম, সে সময় আমার নিকট এই কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং আমি অন্য একজনের নিকট হইতে কাপড় ধার লইলাম এবং উহা পরিধান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে চলিলাম।

পথে দলে দলে লোকেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহারা আমাকে তওবা কবুল হওয়ার উপর এই বলিয়া মোবারকবাদ দিতে লাগিল যে, তোমার জন্য মোবারক হউক, আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করিয়াছেন। আমি যখন মসজিদে পৌছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুর্পার্শ্বে লোকজন বসিয়াছিল। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)

আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং আমার সহিত মুসাফাহা করিয়া আমাকে মোবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম, মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে তিনি ব্যতীত আর কেহ আমার নিকট উঠিয়া আসেন নাই। হযরত তালহা (রাঃ)এর এই ব্যবহার আমি কখনও ভুলিব না।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম তখন তাঁহার চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা যেদিন তোমাকে প্রসব করিয়াছেন সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহা কি আপনার পক্ষ হইতে, না আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে? তিনি বলিলেন, না, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হইতেন তখন তাহার চেহারা মোবারক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এরূপ মনে হইত যেন এক টুকরা চাঁদ। তাঁহার চেহারা দেখিয়াই আমরা তাঁহার আনন্দকে বুঝিতে পারিতাম।

আমি যখন তাঁহার সম্মুখে বসিলাম তখন আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার তওবার পরিপূর্ণতা এই যে, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নামে সদকা করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কিছু সম্পত্তি নিজের জন্য রাখিয়া লও, ইহা তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি বলিলাম, খাইবারে আমার যে অংশ রহিয়াছে উহা নিজের জন্য রাখিলাম। আর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্য বলার দরুন নাজাত দান করিয়াছেন, অতএব আমার তওবার পরিপূর্ণতা এই যে, আমি যতদিন জীবিত থাকিব সর্বদা সত্য কথা বলিব। আল্লাহর কসম, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সত্য কথা বলিয়াছি সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোন মুসলমানকে আল্লাহ তায়ালা সত্য কথার উপর

www.BANGLAKITAB.com

এরূপ উত্তম পুরস্কার দান করেন নাই যেরূপ আমাকে দান করিয়াছেন। যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সত্য কথা বলার অঙ্গীকার করিয়াছি সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার এরাদাও করি নাই এবং আমি আশা করি বাকি জীবনেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে মিথ্যা হইতে বাঁচাইবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন—

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ- الى قوله - وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হইয়াছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যাহারা নবীর অনুগামী হইয়াছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাহাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তৎপর আল্লাহ তাহাদের অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছেন ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়। আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করিলেন) যাহাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হইয়াছিল, যখন ভূপৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সংকীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল, আর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহ (–র পাকড়াও) হইতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে না—তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত। তৎপর তাহাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ করিলেন, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতেও (আল্লাহর দিকে) রুজু থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজেকর্মে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

আল্লাহর কসম, আমার নিকট ইসলামের প্রতি হেদায়াত দানের নেয়ামতের পর আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত

এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সত্য বলিয়াছি, মিথ্যা বলি নাই। যদি আমি মিথ্যা বলিতাম তবে আমিও মিথ্যাবাদীদের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করার সময় মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ - الى قوله - فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

অর্থ ঃ 'এখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর নামে কসম খাইয়া বলিবে যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে, যেন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও, অতএব তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও, তাহারা হইতেছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাহাদের ঠিকানা হইতেছে দোযখ, সেই সকল কর্মের বিনিময়ে যাহা তাহারা করিত। তাহারা এইজন্য কসম খাইবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও তবে আল্লাহ তায়ালা এমন দুষ্কর্মকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।'

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, যে সকল লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেদের মিথ্যা অজুহাত বর্ণনা করিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদিগকে বাইআতও করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য এস্তেগফারও করিয়াছেন সেই সকল লোকদের হইতে আমাদের তিনজনের বিষয়টি তিনি মুলতুবি রাখিয়াছেন। অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে ফয়সালা করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

وَ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

এর অর্থ আমাদের তিনজনের যুদ্ধে যাওয়া হইতে পিছনে থাকিয়া

www.BANGLAKITAB.com

যাওয়া নয় বরং ইহার অর্থ এই যে, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মিথ্যা কসম খাইয়াছে ও মিথ্যা অজুহাত পেশ করিয়াছে, আর তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের ফয়সালা তো তখনই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের তিনজনের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতুবি রাখিয়াছেন এবং আমাদের ফয়সালা পরে হইয়াছে। (বোখারী)

যে ব্যক্তি জেহাদ ছাড়িয়া ঘরবাড়ী ও কাজ-কারবারে মশগুল হয় তাহার প্রতি ধমক

হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

হযরত আবু এমরান (রাঃ) বলেন, আমরা কুস্তনতুনিয়ায় ছিলাম। মিসরীদের আমীর হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রাঃ) ও সিরিয়ানদের আমীর হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) ছিলেন। (কুস্তনতুনিয়া) শহর হইতে রুমীদের এক বিরাট বাহিনী বাহির হইয়া আসিল। আমরা তাহাদের মোকাবেলায় সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি রুমীদের উপর এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিল যে, সে তাহাদের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং আবার বাহির হইয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া কিছু লোক চিৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহারা (কোরআনে পাকের আয়াত لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ। অর্থাৎ 'তোমরা নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিও না।'—এর আলোকে) বলিতে লাগিল যে, সুবহানাল্লাহ! এই ব্যক্তি তো নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকেরা, তোমরা এই আয়াতের অর্থ এরূপ করিতেছ (যে, শত্রুর ভিতর ঢুকিয়া পড়া নিজেকে ধ্বংস করা)। অথচ এই

আয়াত আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। কারণ যখন আল্লাহ তায়ালা তাহার দ্বীনকে ইজ্জত দান করিলেন এবং উহার সাহায্যকারীদের সংখ্যাও অনেক হইয়া গেল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না জানাইয়া গোপনে একে অপরকে বলিলাম, আমাদের জায়গা-জমিনগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের একাধারে কিছুদিন (মদীনাতে) থাকিয়া নিজেদের জমিনগুলিকে ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই এরাদার বিরুদ্ধে এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ ঃ 'আর খরচ কর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়, আর তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংসের মধ্যে ফেলিও না।'

অতএব বাড়ীতে থাকিয়া জায়গা জমিন ঠিক করার কাজে লাগিয়া যাওয়ার মধ্যেই হইল ধ্বংস। সুতরাং আমাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার হুকুম করা হইয়াছে। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে করিতে অবশেষে (আল্লাহর রাস্তায়ই) তাহার মৃত্যু হইয়াছে। (বাইহাকী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু এমরান (রাঃ) বলেন, আমরা কুস্তনতুনিয়া শহরে লড়াই করিতে গেলাম। জামাতের আমীর হযরত আবদুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ছিলেন। রুমী সৈন্যরা শহরের দেয়ালের সহিত পিঠ লাগাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন মুসলমান দুশমনের উপর বীরবিক্রমে হামলা করিয়া বসিলেন। লোকেরা বলিল, থাম থাম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই ব্যক্তি তো নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াত তো আমাদের—আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা যখন আপন নবীকে সাহায্য করিলেন এবং ইসলামকে বিজয়ী করিলেন তখন আমরা পরস্পর একে অপরকে

www.BANGLAKITAB.com

বলিলাম, আস আমরা আমাদের জায়গা জমিনে থাকিয়া উহাকে ঠিক করিয়া লই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ .

অতএব নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলার অর্থ হইল, আমরা নিজেদের জায়গাজমিন ঠিক করিতে লাগিয়া যাই এবং জেহাদ করা ছাড়িয়া দেই। আবু এমরান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) (সারাজীবন) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। অবশেষে কুস্তনতুনিয়ায় দাফন হইয়াছেন। (বাইহাকী)

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু এমরান (রাঃ) বলেন, কুস্তনতুনিয়ার যুদ্ধে মুহাজিরদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি শত্রুর কাতারের উপর এমন জোরদার হামলা করিলেন যে, কাতার ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমাদের সহিত হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)ও ছিলেন। কয়েকজন লোক বলিল, এই ব্যক্তি তো নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিল। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই আয়াত সম্পর্কে (তোমাদের অপেক্ষা) বেশী জানি, কেননা এই আয়াত আমাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়াছি এবং তাঁহার সহিত সমস্ত যুদ্ধে শরীক হইয়াছি এবং তাঁহার সাহায্য করিয়াছি। তারপর যখন ইসলাম প্রসারিত হইল এবং বিজয় লাভ করিল তখন ইসলামের প্রতি মহব্বত প্রকাশার্থে আমরা আনসারগণ সমবেত হইলাম এবং বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থাকার ও তাঁহাকে সাহায্য করার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। ফলে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর আমরা তাঁহাকে আমাদের পরিবার পরিজন, মাল-আওলাদের উপর

অগ্রাধিকার দিয়াছি। এখন যুদ্ধও শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির নিকট ফিরিয়া যাই এবং (কিছুদিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় না যাইয়া) তাহাদের নিকট থাকি। আমাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ .

অতএব পরিবার পরিজন ও মাল-সম্পদের মধ্যে থাকা ও জেহাদ ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যেই ধ্বংস।

জেহাদ ছাড়িয়া যাহারা খেত-খামারে মশগুল হয় তাহাদের প্রতি ধমক

যায়েদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সংবাদ পাইলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুর আনসী (রাঃ) সিরিয়ায় চাষবাসের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট হইতে সেই জমিন কাড়িয়া লইয়া অন্যকে দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, যে যিল্লত ও অপদস্থতা এই সকল বড়লোকদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল তুমি তাহা নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়াছ। (এসাবাহ)

ইয়াহইয়া ইবনে আমর শাইবানী (রহঃ) বলেন, ইয়ামানের কিছুলোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহার ইসলাম অতি উত্তম প্রমাণিত হইল। অতঃপর সে হিজরত করিল এবং তাহার হিজরতও অতি উত্তম হইল। তারপর সে অতি উত্তমরূপে জেহাদ করিল। অতঃপর সে ইয়ামানে নিজের পিতামাতার নিকট আসিয়া তাহাদের খেদমত ও তাহাদের সহিত সদাচরণের কাজে লাগিয়া গেল? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল?

www.BANGLAKITAB.com

তাহারা বলিল, আমাদের ধারণা যে, সে উল্টা পায়ে ফিরিয়া গিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, না, বরং সে তো জান্নাতে যাইবে। তবে আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি, উল্টা পায়ে কে ফিরিয়া গিয়াছে? এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার ইসলাম অতি উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে। সে হিজরত করিয়াছে এবং তাহার হিজরতও অতি উত্তম হইয়াছে। তারপর সে অতি উত্তমরূপে জেহাদ করিয়াছে। অতঃপর সে নিবতী কাফেরের নিকট হইতে জমিন লইবার এরাদা করিল এবং সেই নিবতী কাফের জমিনের যে পরিমাণ কর আদায় করিত ও ইসলামী ফৌজের জন্য মাসিক যে খরচা আদায় করিত সে সেই জমিন লইয়া উহার কর, ইসলামী ফৌজের খরচা নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া উহা আবাদ করিতে লাগিয়া গেল এবং জেহাদ ছাড়িয়া দিল। এই সেই ব্যক্তি, যে উল্টা পায়ে ফিরিয়া গিয়াছে।

ফেৎনার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় দ্রুতগতিতে চলা

মুরাইসী' যুদ্ধের ঘটনা

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা একবার এক বাহিনীর সহিত এক যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন মুহাজির একজন আনসারীর পিঠে ঘুষি মারিলেন। আনসারী বলিলেন, হে আনসারগণ, আমার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস। মুহাজিরও বলিলেন, হে মুহাজিরগণ, আমার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, জাহিলিয়াতের যুগের কথা কেন হইতেছে? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন মুহাজির একজন আনসারীর পিঠে ঘুষি মারিয়াছে। তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কথা ছাড়, এইগুলি দুর্গন্ধময় কথা। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) এই ঘটনা শুনিয়া

বলিল, এই সমস্ত মুহাজিরগণ আমাদের লোককে নীচু করিয়া নিজেদের লোককে উঁচু করিল? শুনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, আমরা যদি (এইবার) মদীনায় ফিরিয়া যাই তবে অবশ্যই সম্মানীগণ সেখান হইতে হীন ও নীচ লোকদেরকে বাহির করিয়া দিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কথা পৌঁছিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছাড় তাহাকে। (তাহাকে কতল করার দ্বারা) লোকদের মধ্যে এই কথা না প্রচার হইয়া যায় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সঙ্গীদেরকে কতল করিয়াছেন। প্রথমে যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আসিয়াছিলেন তখন আনসারদের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বেশী ছিল। পরে মুহাজিরদের সংখ্যা বেশী হইয়া গেল। (বোখারী)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আমর ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরাইসী' এর যুদ্ধে গেলেন। ইহা সেই যুদ্ধ যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মানাত' মূর্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কাফাল মুশাল্লাল নামক স্থান ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে এই মূর্তি স্থাপন করা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে (এই মূর্তি ভাঙ্গার জন্য) পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যাইয়া এই মানাত মূর্তিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে দুইজন মুসলমানের মধ্যে পরস্পর লড়াই হইয়া গেল। ইহারা একজন মুহাজির ও অপরজন বাহ্য গোত্রের ছিলেন। এই গোত্র আনসারদের মিত্র ছিল। মুহাজির বাহ্যীকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিলেন। বাহ্যী বলিল, হে আনসারগণ! আওয়াজ শুনিয়া আনসারদের কয়েকজন তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। মুহাজিরও বলিলেন, হে মুহাজিরগণ! ইহাতে মুহাজিরদের মধ্য হইতে কয়েকজন তাহার

www.BANGLAKITAB.com

সাহায্যের জন্য আসিলেন। এইভাবে মুহাজির ও আনসারদের এই কয়েকজনের মধ্যে লড়াই হইয়া গেল। তারপর লোকেরা তাহাদের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিলেন। ইহার পর সমস্ত মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে কলুষতা রহিয়াছে তাহারা সকলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল যে, পূর্বে তো তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করা যাইত এবং তুমি আমাদের পক্ষ হইতে প্রতিরোধ করিতে ; কিন্তু এখন তুমি এমন হইয়াছ যে, না কাহারো ক্ষতি করিতে পার, আর না উপকার করিতে পার। এই সমস্ত জালাবীব অর্থাৎ আজেবাজে লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে পুরস্কার একে অপরকে খুব সাহায্য করিয়াছে। মুনাফিকরা প্রত্যেক নবাগত মুহাজিরকে জালাবীব অর্থাৎ আজেবাজে লোক বলিয়া আখ্যায়িত করিত। আল্লাহর দুশমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যদি মদীনায় ফিরিয়া যাই তবে সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদেরকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিবে। মুনাফিকদের মধ্য হইতে মালেক ইবনে দুখশুন বলিল, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, যাহারা রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট আছে তাহাদের জন্য কোন খরচ করিও না, ফলে তাহারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে?

হযরত ওমর (রাঃ) এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, রাসূলাল্লাহ, এই ব্যক্তি লোকদেরকে ফেৎনায় ফেলিতেছে। আমাকে অনুমতি দান করুন, তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে এই কথা বলিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দেই তবে কি সত্যই তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহর কসম, আপনি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দান করেন তবে আমি অবশ্যই তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

বসিয়া যাও। অতঃপর আনসারদের গোত্র বনু আবদুল আশহালের একজন আনসারী হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি লোকদেরকে ফেৎনায় ফেলিতেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দেই তবে কি সত্যই তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহর কসম, আপনি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দান করেন তবে আমি তরবারী দ্বারা তাহার কানপাশার নিচে গর্দানের উপর আঘাত করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকদের ঘোষণা দিয়া দাও, এখনি এখান হইতে রওয়ানা হইতে হইবে। সুতরাং তিনি লোকদেরকে লইয়া দ্বিপ্রহরের সময় রওয়ানা করিলেন। সারাদিন সারারাত্র চলিতে থাকিলেন। পরদিনও বেলা চড়া পর্যন্ত চলিতে থাকিলেন। তারপর এক জায়গায় আরাম করার জন্য অবতরণ করিলেন। অতঃপর পুনরায় দ্বিপ্রহরের সময় লোকদেরকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কাফাল মুশাল্লাল হইতে রওয়ানা হওয়ার তৃতীয়দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু স্থাপন করিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌছিলেন তখন তিনি লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকাইলেন। (তিনি হাজির হইলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! আমি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দিতাম তবে কি তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিতে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ (কতল করিয়া দিতাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি তুমি তাহাকে সেদিন কতল করিয়া দিতে তবে সে সময় (আনসারদের) অনেকে ইহাকে নিজেদের

www.BANGLAKITAB.com

জন্য অপমান মনে করিত। (কিন্তু অনবরত সফর ও দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে এখন সেই মনোভাব কাটিয়া গিয়াছে। অতএব এখন) যদি আমি তাহাদিগকে হুকুম করি তবে তাহারা তাহাকে অবশ্যই কতল করিয়া দিবে। (আর যদি আমি তাহাকে সেখানেই কতল করিয়া দিতাম তবে) লোকেরা বলিত, আমি আমার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করিয়াছি এবং আমি তাহাদিগকে হাত-পা বাঁধিয়া কতল করিয়া দেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন—

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا ..... الى .... يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

অর্থ ঃ 'ইহারাই ঐ সমস্ত লোক—যাহারা বলে, আল্লাহর রাসূলের নিকট যাহারা আছে, তাহাদের জন্য কিছুই ব্যয় করিও না, ফলে তাহারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, অথচ আল্লাহরই (অধিকারে) আছে আসমানসমূহ ও জমিনের ভাণ্ডারগুলি, কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না। তাহারা এইরূপ বলে যে, যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তবে সম্মানীগণ হীন লোকদেরকে তথা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে। আর (নিজেদেরকে সম্মানী এবং মুসলমানদিগকে হীন মনে করা তাহাদের মূর্খতা। কেননা প্রকৃত) ইজ্জত আল্লাহরই জন্য রহিয়াছে, আর তাহার রাসূলের জন্য ও মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা ইহা অবগত নহে।'

(ইবনে আবি হাকেম)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে লইয়া সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিতে থাকিলেন এবং সারারাত্র সকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিলেন। এমনিভাবে পরবর্তী দিনও চলিতে থাকিলেন। অবশেষে রৌদ্রের কারণে যখন লোকদের কষ্ট হইতে লাগিল তখন তিনি এক জায়গায় অবতরণ করিলেন। সেখানে অবতরণ করিতেই (অত্যাধিক ক্লান্তির কারণে) সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

আর তিনি এরূপ এইজন্য করিলেন, যাহাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই গতদিন যে (ফেৎনা সৃষ্টিকারী) কথা বলিয়াছিল সে ব্যাপারে লোকেরা কোন প্রকার আলোচনার সুযোগ না পায়। (বিদায়াহ)

আল্লাহর রাস্তায় চিল্লা পুরা না করার উপর তিরস্কার

ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছিলে? সে বলিল, সীমান্ত পাহারার কাজে গিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেখানে কতদিন লাগাইয়াছ? সে বলিল, ত্রিশ দিন। তিনি বলিলেন, চল্লিশদিন কেন পূরণ করিলে না? (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তায় তিন চিল্লার জন্য যাওয়া

ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, এমন এক ব্যক্তি যাহাকে আমি সত্যবাদী মনে করি তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) (এক রাত্রে মদীনার গলিতে) ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় তিনি একজন মহিলাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিলেন—

تَطَاوَلَ هٰذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهٗ - وَاَرَّقَنِىْ اَنْ لَّا حَبِيْبَ اُلَاعِبُهٗ

'এই রাত দীর্ঘ হইয়াছে এবং উহার কিনারা কাল হইয়া গিয়াছে, আর আমার ঘুম আসিতেছে না, এইজন্য যে, আমার এমন কোন প্রিয়জন নাই যাহার সহিত খেলা করি।'

فَلَوْلَا حِذَارُ اللّٰهِ لَا شَىْءَ مِثْلُهٗ - لَزُعْزِعَ مِنْ هٰذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهٗ

'যদি আল্লাহ তায়ালার ভয় না হইত—যাঁহার সমতুল্য কোন জিনিস নাই, তবে এই চৌকির সমস্ত কিনারা প্রচণ্ডভাবে নড়াচড়া করিত।'

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? মহিলা বলিলেন, কয়েক মাস যাবৎ আমার স্বামী সফরে রহিয়াছে এবং তাহার জন্য আমার মনে চরম আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করিয়াছ কি? মহিলা বলিলেন, আল্লাহর পানাহ্! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি এখনই তাহার নিকট ডাকের লোক পাঠাইতেছি। সুতরাং তিনি তাহাকে আনার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং আপন কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছি, যাহা আমাকে চিন্তিত করিয়া রাখিয়াছে। তুমি আমার এই চিন্তাকে দূর করিয়া দাও। তাহা এই যে, একজন নারী স্বামীর জন্য কতদিনে ব্যাকুল হইয়া উঠে? হযরত হাফসা (রাঃ) মস্তক অবনত করিলেন এবং লজ্জাবোধ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হক কথা বলিতে আল্লাহ তায়ালা লজ্জাবোধ করেন না। হযরত হাফসা (রাঃ) আপন হাতের ইশারায় বুঝাইয়া দিলেন যে, তিন মাস, অন্যথায় চার মাস। এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত ওমর (রাঃ) (সমস্ত এলাকায়) এই মর্মে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কোন সৈন্যদলকে যেন (অনুমতি চাহিলে) চার মাসের অধিক (বাড়ী হইতে দূরে) আটক রাখা না হয়। (কান্য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) রাত্রে বাহির হইলেন। তিনি একজন মহিলাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিলেন—

تَطَاوَلَ هٰذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهٗ - وَاَرَّقَنِىْ اَنْ لَّا حَبِيْبَ اُلَاعِبُهٗ

এই রাত্র দীর্ঘ হইয়াছে এবং উহার কিনারা কাল হইয়া গিয়াছে, আর আমার ঘুম আসিতেছে না, এইজন্য যে, আমার এমন কোন প্রিয়জন নাই যে, তাহার সহিত খেলা করি।

হযরত ওমর (রাঃ) (নিজ কন্যা) হযরত হাফসা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, একজন মেয়েলোক বেশীর চেয়ে বেশী কতদিন আপন স্বামীর

অনুপস্থিতিতে সবর করিতে পারে? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, ছয় মাস অথবা চার মাস। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আগামীতে কোন সৈন্যদলকে ইহার অধিক (ঘর হইতে দূরে) রাখিব না। (বাইহাকী)

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় ধুলাবালি সহ্য করার আগ্রহ

হযরত রাবী' ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় স্বাভাবিকভাবে হাঁটিতেছিলেন। এক কুরাইশী যুবককে দেখিলেন, সে রাস্তা হইতে সরিয়া হাঁটিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইব্যক্তি অমুক নয় কি? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহাকে ডাক। সে আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কেন রাস্তা হইতে সরিয়া হাঁটিতেছ। যুবক বলিল, এই ধুলাবালি আমার ভাল লাগে না। তিনি বলিলেন, তুমি রাস্তা হইতে সরিয়া হাঁটিও না। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, এই ধুলাবালি তো জান্নাতের (এক বিশেষ) খুশবু। (তাবারানী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ঘটনা

আবুল মুসাব্বিহ মাকরাঈ (রহঃ) বলেন, একবার আমরা রোমের এলাকায় এক জামাতের সহিত যাইতেছিলাম। জামাতের আমীর হযরত মালেক ইবনে আবদুল্লাহ খাসআমী (রাঃ) ছিলেন। হযরত মালেক (রাঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর পাশ দিয়া গেলেন। হযরত জাবের (রাঃ) নিজের খচ্চরকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। হযরত মালেক (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আরোহণ করুন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সওয়ারী দান করিয়াছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার সওয়ারীকে আরাম দিতেছি এবং

www.BANGLAKITAB.com

আমি আমার কাওমের নিকট (সওয়ারীর) মুখাপেক্ষী নই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির উভয় কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। হযরত মালেক (রাঃ) সেখান হইতে সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। যখন এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, সেখান হইতে হযরত জাবের (রাঃ) তাহার আওয়াজ শুনিতে পান তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আরোহণ করুন, কেননা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সওয়ারী দান করিয়াছেন। হযরত জাবের (রাঃ) হযরত মালেক (রাঃ)এর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন (যে, তিনি চাহিতেছেন, হযরত জাবের (রাঃ) যেন উচ্চ আওয়াজে জবাব দেন, যাহাতে সমস্ত লোক শুনিতে পায়)।

সুতরাং তিনি উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, আমি আমার সওয়ারীকে আরাম দিতেছি, আর আমি আমার কাওমের নিকট (সওয়ারীর) মুখাপেক্ষী নই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির উভয় কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলিযুক্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোক আপন আপন সওয়ারী হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি সেইদিন অপেক্ষা এত অধিক লোককে পায়দাল চলিতে কখনও দেখি নাই।

আবু ইয়ালা (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে বান্দার উভয় কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা সেই উভয় কদমের উপর আগুনকে হারাম করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া হযরত মালেক (রাঃ)ও সওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং লোকেরাও আপন আপন সওয়ারী হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিতে লাগিল। সেইদিন অপেক্ষা এত অধিক লোককে পায়দল চলিতে আর কখনও দেখা যায় নাই। (ইবনে হিব্বান)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া খেদমত করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক রোযাদার ছিলেন এবং কিছু লোক রোযাদার ছিলেন না। আমরা এক জায়গায় অবতরণ করিলাম। সেদিন অত্যাধিক গরম পড়িতেছিল। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ছায়াওয়ালা সে ছিল, যে নিজের চাদর দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কেহ কেহ শুধু নিজের হাত দ্বারা নিজেকে রৌদ্র হইতে বাঁচাইতেছিল। অবতরণ করিতেই রোযাদারগণ শুইয়া পড়িলেন। আর যাহারা রোযাদার ছিলেন না তাহারা উঠিয়া তাঁবু লাগাইলেন এবং সওয়ারীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা রোযা রাখে নাই তাহারা আজ সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ছায়াওয়ালা সে ছিল যে নিজের চাদর দ্বারা ছায়া করিয়াছিল। যাহারা রোযা রাখিয়াছিলেন তাহারা কোন কাজ করিতে পারিলেন না। আর যাহারা রোযা রাখেন নাই তাহারা সওয়ারীগুলিকে (পানি পান ও চরিবার জন্য) পাঠাইলেন এবং অন্যান্য খেদমতের কাজ ও ভারী ভারী কাজ করিলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা রোযা রাখে নাই আজ তাহারা সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল।

আল্লাহর রাস্তায় কোরআন তেলাওয়াত ও নামাযে মশগুল ব্যক্তির খেদমত করা

হযরত আবু কেলাবাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

নিজেদের এক সঙ্গীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা অমুকের ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই। যতক্ষণ চলিতে থাকিতেন ততক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। আর যখন আমরা কোন স্থানে অবতরণ করিতাম তিনি নামিয়াই নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কাজকর্ম কে করিয়া দিত? এইভাবে আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার উট বা সওয়ারীকে দানা কে দিত? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, এই সমস্ত কাজ আমরা করিতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সকলেই তাহার অপেক্ষা উত্তম। (কেননা তাহার খেদমত করিয়া তোমরা তাহার সমপরিমাণ এবাদতের সওয়াব হাসিল করিয়াছ।) (তারগীব)

হযরত সাফীনা (রাঃ)এর সাহাবাদের সামানপত্র বহন করা

সা'দ ইবনে জুমহান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাফীনা (রাঃ)কে তাহার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই নাম কে রাখিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নাম সম্পর্কে বলিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম সাফীনা রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আপনার নাম সাফীনা কেন রাখিলেন? হযরত সাফীনা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাহাবাগণও ছিলেন। তাহাদের সামানপত্র তাহাদের জন্য অনেক ভারী হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি বিছাইয়া দিলাম। তিনি সেই চাদরে সাহাবাদের সামান বাঁধিয়া আমার উপর উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা বহন কর, তুমি তো এইটি সাফীনা (অর্থাৎ নৌকা)। হযরত সাফীনা (রাঃ) বলেন, যদি সেদিন আমি এক নয় দুই নয়, বরং পাঁচ

অথবা ছয় উটের বোঝাও উঠাইতাম তবুও আমার জন্য উহা ভারী হইত না। (আবু নুআঈম)

হযরত আহমার (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আহমার (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা একটি নালার নিকট পৌঁছিলাম। আমি লোকদের নালা পার করাইতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি তো আজ সাফীনা (অর্থাৎ নৌকা) হইয়া গিয়াছ। (মুনতাখাব)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি এক সফরে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। আমি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করিতাম তিনি আসিয়া আমার রেকাব বা সওয়ারীর পা-দান ধরিতেন এবং সওয়ার হওয়ার পর আমার কাপড় ঠিক করিয়া দিতেন। একবার তিনি এই কাজের জন্য আসিলে আমি একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, হে মুজাহিদ, তুমি বড় সংকীর্ণ আখলাকের লোক।

আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা এক কঠিন গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। প্রচণ্ড গরমের কারণে আমাদের কেহ কেহ নিজের মাথার উপর হাত দিয়া (ছায়া করিয়া) রাখিয়াছিল। সেদিন আমাদের মধ্যে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) রোযা রাখিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রমযান মাসে প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইলাম। অতঃপর বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রমযান মাসে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতাম। আমাদের মধ্যে কেহ রোযা রাখিত, আর কেহ রোযা রাখিত না। না রোযাদারগণ বে-রোযদারদের উপর অসন্তুষ্ট হইত, আর না বে-রোযদারগণ রোযাদারদের উপর অসন্তুষ্ট হইত। সকলেই মনে করিত যে, যাহার শক্তি আছে সে রোযা রাখিয়াছে এবং তাহার জন্য এরূপ করাই ঠিক হইয়াছে। আর যে দুর্বলতা অনুভব করিয়াছে সে রোযা রাখে নাই এবং তাহার জন্য এরূপ করাই ঠিক হইয়াছে। (মুসলিম)

ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর রোযা রাখা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি আহত অবস্থায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! রোযা ইফতারের সময় হইয়াছে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, এই কাঠের ঢালে করিয়া পানি লইয়া আস, আমি উহা দ্বারা রোযা ইফতার করিব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি (পানি আনার জন্য) হাউজের নিকট গেলাম। হাউজ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আমার নিকট একটি চামড়ার ঢাল ছিল। আমি উহা দ্বারা হাউজ হইতে পানি উঠাইলাম এবং উহা হইতে দুই হাতে (সেই) কাঠের ঢালে পানি ভরিলাম। অতঃপর সেই পানি লইয়া হযরত ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

(হিস্তিয়াব)

আওফ ইবনে আবু হাইয়াহ (রাঃ)এর রোযা রাখা

মুদরিক ইবনে আওফ আহমাসী (রহঃ) বলেন, একবার আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত নো'মান ইবনে মুকররিন (রাঃ)এর পত্রবাহক আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে মুসলমানদের মধ্যে যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের উল্লেখ করিল, অথবা বলিল, অমুক অমুক শহীদ হইয়াছে, আরো অনেকে শহীদ হইয়াছে যাহাদেরকে আমরা চিনিনা। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো তাহাদেরকে চিনেন। লোকেরা বলিল, এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আওফ ইবনে আবি হাইয়াহ আহমাসী আবু শুবাইল (রাঃ) তো (আল্লাহ তায়ালার আযাব হইতে) নিজেকে খরিদই করিয়া লইয়াছে। হযরত মুদরিক ইবনে আওফ (রহঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার এই মামা সম্পর্কে লোকদের ধারণা এই যে, তিনি নাকি নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহারা ভুল বলিতেছে, বরং সে তো দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা খরিদ করিয়াছে। হযরত আওফ (রাঃ) সেদিন রোযা রাখিয়াছিলেন। রোযা অবস্থায় আহত হইয়াছেন। সামান্য প্রাণ বাকি থাকিতে তাঁহাকে যুদ্ধের ময়দান হইতে উঠাইয়া আনা হয়। (এই অবস্থায়ও) তিনি পানি পান করিতে অস্বীকার করেন এবং (রোযা অবস্থায়) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ)-এর রোযা রাখা

(প্রথম খণ্ডে) আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে পিপাসার কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় ৫৪০ পৃষ্ঠায় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ) বদর যুদ্ধে, আকাবার বাইআতে ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে (এক

www.BANGLAKITAB.com

যুদ্ধের ময়দানে) রোযা অবস্থায় দেখিয়াছি, তিনি পিপাসায় ছটফট করিতেছিলেন এবং নিজের গোলামকে বলিতেছিলেন, তোমার ভাল হউক, আমাকে ঢাল দাও। গোলাম তাহাকে ঢাল দিলে তিনি (দুর্বলতার দরুন) খুবই কমজোরভাবে তিনটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। শেষে বলিয়াছেন যে, অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া নামায পড়া

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)এর নামায পড়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত মেকদাদ (রাঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কেহ ঘোড়সওয়ার ছিল না। আর আমরা আমাদের অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, আমাদের প্রত্যেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে নামায পড়িতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন। এইভাবে সকাল হইয়া গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা উসফান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকদের লশকর আমাদের সম্মুখে আসিল। তাহাদের সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে অলীদ ছিলেন। মুশরিকদের এই লশকর আমাদের ও কেবলার মাঝে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জোহরের নামায পড়াইলেন। মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করিল যে, মুসলমানরা এই সময় বেখেয়াল ও গাফলতের মধ্যে ছিল, যদি আমরা এই অবস্থায় তাহাদের উপর হামলা করিতাম তবে কতই না ভাল হইত। তারপর তাহারা বলিল, কিছুক্ষণ পর তাহাদের আবার এক নামাযের

সময় হইবে যাহা তাহাদের নিকট নিজেদের সন্তানাদি ও নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কাফেররা আসর নামাযের সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিল) এই অবস্থায় জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এই আয়াতসমূহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন যাহাতে সালাতুল খাওফের উল্লেখ রহিয়াছে—

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

অর্থ ঃ 'আর যখন আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন এবং আপনি তাহাদিগকে (জামাআতে) নামায পড়াইতে চান, তবে এইরূপ করিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্য হইতে একদল আপনার সঙ্গে (নামাযে) দাঁড়াইবে এবং তাহারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখিবে। অতঃপর যখন তাহারা সেজদা করিয়া (এক রাকাআত পূর্ণ করিয়া) লইবে, তখন তাহারা আপনাদের পিছনে যাইবে এবং অন্যদল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা আসিবে এবং আপনার সঙ্গে নামায (এর অবশিষ্ট এক রাকাআত) পড়িয়া লইবে এবং ইহারাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখিবে। (কেননা) কাফেররা ইহাই চায় যে, যদি আপনারা নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার হইতে (একটু) অসতর্ক হন, তবে অমনি তাহারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করিয়া বসিবে। আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত হন তবে ইহাতে আপনাদের কোন গুনাহ হইবে না যে, আপনারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া রাখেন, এবং (তবুও) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ অবশ্যই লইয়া লইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।'

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করিল যে, অতিসত্বর এমন এক নামাযের সময় আসিবে যাহা মুসলমানদের নিকট নিজেদের সন্তানাদি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় নামায পড়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নাখ্‌ল নামক স্থানের দিকে যাতুর রিকা' যুদ্ধের জন্য বাহির হইলাম। একজন মুসলমান এক মুশরিকের স্ত্রীকে কতল অথবা বন্দী করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখান হইতে ফেরত রওয়ানা হইলেন তখন সেই মহিলার স্বামী আসিল। সে কোথাও গিয়াছিল। যখন সে স্ত্রীর কতল হওয়ার সংবাদ পাইল তখন কসম করিল যে, যতক্ষণ সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবাদের রক্ত না বহাইবে ততক্ষণ সে ক্ষান্ত হইবে না। সুতরাং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন পিছন চলিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে এক জায়গায় অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আজ রাত্রে কে আমাদের পাহারাদারী করিবে? একজন মুহাজির ও একজন আনসারী নিজেদেরকে পাহারার জন্য পেশ করিলেন এবং তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা (পাহারা দিব)। তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পাহাড়ী পথের মুখে চলিয়া যাও। ইহারা দুইজন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) ছিলেন। উভয়ে পাহাড়ী পথের মুখে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া আনসারী মুহাজিরকে বলিলেন, (আমরা পালাক্রমে পাহারা দিব, অতএব) তুমি বল, আমি কখন পাহারা দিব—রাত্রের প্রথমাংশে, না শেষাংশে? মুহাজির বলিলেন, তুমি বরং প্রথমাংশে পাহারা দাও।

সুতরাং মুহাজির শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর আনসারী দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তি (যাহার স্ত্রী কতল হইয়া গিয়াছিল) আসিল। যখন সে দূর হইতে এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখিল তখন সে মনে করিল, এই ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীর গুপ্তচর হইবে।

সে একটি তীর নিক্ষেপ করিল যাহা আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইল। তিনি তীর বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং নামাযে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই (কাফের) ব্যক্তি দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। উহাও আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইল। তিনি উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং নামাযে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উক্ত ব্যক্তি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। ইহাও আসিয়া আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইল এবং তিনি উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর রুকু ও সেজদা (করিয়া নামায শেষ) করিলেন এবং নিজের সঙ্গীকে জাগাইয়া বলিলেন, উঠিয়া বস, আমি তো আহত হইয়া গিয়াছি। মুহাজির দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উক্ত (কাফের) ব্যক্তি যখন (একজনের স্থলে) দুইজনকে দেখিল তখন বুঝিল যে, তাহারা উভয়ে তাহার ব্যাপারে টের পাইয়া গিয়াছে, অতএব সে পালাইয়া গেল।

মুহাজির যখন আনসারীর শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিলেন তখন বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! যখন সে আপনাকে প্রথম তীর মারিল তখন কেন আমাকে জাগাইলেন না? আনসারী বলিলেন, আমি একটি সূরা পড়িতেছিলাম, আমার মনে চাহিল না যে, উহা শেষ না করিয়া ছাড়িয়া দেই। কিন্তু সে যখন একের পর এক তীর মারিতে লাগিল তখন আমি নামায শেষ করিয়া আপনাকে জাগাইয়াছি। আল্লাহর কসম, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানের পাহারার হুকুম দিয়াছিলেন যদি উহার পাহারার কাজ নষ্ট হওয়ার আশংকা না হইত তবে আমার জান চলিয়া গেলেও আমি সেই সূরাকে শেষ না করিয়া ছাড়িতাম না।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) দালায়েলে নবুওয়াত গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। আর হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) বলিলেন, আমি নামাযে সূরা কাহাফ পড়িতেছিলাম। আমার মন চাহিল না যে, উহা শেষ করার পূর্বে রুকু করি।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় নামায পড়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান নুবাইহ্ হুযালী আমার উপর আক্রমণ করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করিতেছে। বর্তমানে সে উরনা নামক স্থানে আছে। তুমি যাও এবং তাহাকে কতল করিয়া আস। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে তাহার কোন আলামত বলিয়া দিন, যাহাতে আমি তাহাকে চিনিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যখন তাহাকে দেখিবে তখন তোমার শরীরে শিহরণ অনুভব করিবে।

আমি গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া রওয়ানা হইলাম। আমি যখন তাহার নিকট পৌছিলাম তখন সে তাহার স্ত্রীগণের সহিত উরনা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং নিজের স্ত্রীদের জন্য থাকার জায়গা তালাশ করিতেছিল। তখন আসর নামাযের সময় হইয়া গিয়াছিল। আমি যখন তাহাকে দেখিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যই আমি আমার শরীরে শিহরণ অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইল যে, তাহাকে কতল করার চেষ্টায় দেরী হইয়া যায় আর আসর নামাযের সময় চলিয়া যায়। অতএব আমি নামায আরম্ভ করিয়া দিলাম।

আমি তাহার দিকে হাঁটিতেছিলাম আর ইশারায় রুকু ও সেজদা করিতেছিলাম। এইভাবে (নামায আদায় করিয়া) আমি যখন তাহার নিকট পৌছিলাম তখন সে বলিল, এই ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আরব দেশীয় এক ব্যক্তি, যে শুনিতে পাইয়াছে, তুমি নাকি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে সমবেত করিতেছ? এই কাজের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। সে বলিল, হাঁ, আমি এই কাজে লিপ্ত আছি। সুতরাং আমি

তাহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তারপর যখন আমি তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলাম তখন তলোয়ারের আঘাতে তাহাকে কতল করিয়া দিলাম। অতঃপর আমি সেখান হইতে রওয়ানা দিলাম এবং হাওদায় বসা তাহার স্ত্রীদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া আসিলাম যে, তাহারা তাহার প্রতি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিলাম তখন তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, এই চেহারা সফলকাম হইয়াছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহাকে কতল করিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে উঠিলেন এবং আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকে একটি লাঠি দিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, ইহাকে নিজের কাছে হেফাজতে রাখিও।

আমি লাঠি লইয়া লোকদের নিকট বাহিরে আসিলাম। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এই লাঠি কিসের জন্য? আমি বলিলাম, এই লাঠি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছেন এবং আমাকে উহা হেফাজত করিয়া রাখিতে হুকুম করিয়াছেন। লোকেরা বলিল, তুমি ফিরিয়া যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে কেন জিজ্ঞাসা করিয়া লও না? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এই লাঠি কেন দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, কেয়ামতের দিন ইহা আমার ও তোমার মধ্যে চিহ্ন হইবে। কেননা সেইদিন লাঠিওয়ালা লোক অনেক কম হইবে। (অথবা ইহার অর্থ এই যে, সেদিন নেক আমলের উপর ভর করিয়া আসার মত লোক অনেক কম হইবে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) সেই লাঠিকে নিজের তলোয়ারের সহিত বাঁধিয়া লইলেন এবং উহা সারাজীবন তাহার সঙ্গে রহিল। যখন তাহার ইন্তেকাল হইল তখন তাহার অসিয়ত অনুযায়ী সেই

www.BANGLAKITAB.com

লাঠি তাহার কাফনের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইল এবং উহাকেও তাহার সহিত দাফন করা হইল। (বিদায়াহ)

আল্লাহর রাস্তায় রাত্রে নামায পড়া

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন যখন উভয় বাহিনী পরস্পর নিকটবর্তী হইল তখন (রুমী সেনাপতি) কুবকুলার একজন আরবদেশীয়কে (গুপ্তচর হিসাবে) পাঠাইল। এই হাদীসের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কুবকুলার সেই গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি দেখিয়া আসিয়াছ? সে উত্তরে বলিল, মুসলমানগণ রাত্রিবেলায় এবাদতগুজার ও দিনের বেলায় ঘোড়সওয়ার।

আবু ইসহাক (রহঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হেরাকল (নিজের লোকদেরকে) বলিল, তোমাদের কি হইল যে, তোমরা শুধু পরাজিত হইতেছ? তাহাদের বড় বড় সর্দারদের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, আমরা এই জন্য পরাজিত হই যে, মুসলমানগণ রাত্রভর এবাদত করে এবং দিনভর রোযা রাখে।

এই সমস্ত হাদীস 'গায়েবী সাহায্যের কারণসমূহের' বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আসিবে। পূর্বে মেয়েদের বাইআতের বর্ণনায় ইবনে মান্দাহ হইতে বর্ণিত হযরত হিন্দ বিনতে উতবাহ (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হিন্দ (রাঃ) (তাহার স্বামী হযরত আবু সুফিয়ানকে) বলিলেন, আমি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাতে বাইআত হইতে চাই। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমি তো আজ পর্যন্ত ইহাই দেখিয়া আসিতেছি যে, তুমি সর্বদা (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথা অস্বীকার করিয়া আসিতেছ। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, (তোমার কথা ঠিক।) কিন্তু আল্লাহর কসম, আজ রাত্রের পূর্বে আমি এই মসজিদে আল্লাহ তায়ালার এরূপ এবাদত হইতে আর কখনও দেখি নাই। আল্লাহর কসম, মুসলমানগণ সারারাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া, রুকু ও সেজদা করিয়া কাটাইয়াছে।

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া যিকির করা

মক্কা বিজয়ের রাত্রে সাহাবা (রাঃ)দের যিকির করা

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রহঃ) বলেন, বিজয়ের রাত্রে মুসলমানগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন তখন সেই রাত্রে তাহারা সকাল পর্যন্ত তকবীর ও তাহলীল এবং বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়া কাটাইলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত হিন্দ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি দেখিতেছ কি? এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। অতঃপর সকালে হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি হিন্দকে বলিয়াছিলে, দেখিতেছ কি? এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। হিন্দ ইহার উত্তরে বলিয়াছিল, হাঁ, এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। সেই পবিত্র যাতের কসম, যাহার নামে আবু সুফিয়ান কসম খাইয়া থাকে, আমার এই কথা তো হিন্দ ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই। (বাইহাকী)

খাইবারের যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের যিকির করা

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবারের শেষ যুদ্ধ শেষ করিলেন—অথবা খাইবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন তখন পথে এক পাহাড়ঘেরা ময়দানে পৌঁছিয়া লোকেরা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার, লা--ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

WWW.BANGLAKITAB.COM

বলিলেন, (হে মুসলমানগণ,) নিজেদের জানের উপর সহজ কর, (অনর্থক কষ্ট করিও না) তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না, বরং তোমরা এমন সত্তাকে ডাকিতেছ যিনি শুনেন এবং তোমাদের অতি নিকটবর্তী ও সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন। (হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসিয়া লা-হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়িতেছিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে জান্নাতের খাযানার কলেমা বলিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক। তিনি বলিলেন, তাহা হইল, 'লা-হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (বোখারী)

উঁচা জায়গায় উঠিতে ও নামিতে তকবীর ও তসবীহ পড়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা যখন উঁচা জায়গায় উঠিতাম তখন আল্লাহু আকবার বলিতাম, আর যখন নামিতাম তখন সুবহানাল্লাহ পড়িতাম। বোখারী শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমরা যখন উঁচা জায়গায় উঠিতাম তখন আল্লাহু আকবার বলিতাম, আর যখন নিচে নামিতাম তখন সুবহানাল্লাহ পড়িতাম।

জেহাদে গমনকারী দুই প্রকার লোক সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, জেহাদে গমনকারী লোকজন দুই প্রকার হইয়া থাকে। একপ্রকার তাহারা, যাহারা আল্লাহর রাস্তায় যাইয়া অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে এবং (অন্তরে) তাঁহার

ধ্যান রাখে, চলার পথে ফাসাদ সৃষ্টি করা হইতে বাঁচিয়া থাকে, নিজেদের মাল (বা টাকা পয়সা) দ্বারা সঙ্গীদের সাহায্য সহানুভূতি করে, নিজেদের উত্তম ও পছন্দনীয় মাল খরচ করে। আর তাহারা দুনিয়া লাভ করিয়া যে পরিমাণ আনন্দিত হয় তাহা অপেক্ষা যে মাল তাহারা খরচ করে উহাতে অধিক আনন্দ অনুভব করে। তাহারা যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকে তখন তাহারা এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ আছে বলিয়া জানিতে পারেন, অথবা তাহারা মুসলমানদের সাহায্য করা ছাড়িয়া দিয়াছে। আর যখন তাহারা গনীমতের মালে খেয়ানত করার সুযোগ পায় তখন তাহারা নিজেদের অন্তর ও আমলকে খেয়ানত হইতে পাক রাখে। সুতরাং শয়তান না তাহাদেরকে ফেৎনায় ফেলিতে পারে, আর না তাহাদের অন্তরে ফেৎনার খেয়াল পয়দা করিতে পারে। এরূপ লোকদের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীনকে উন্নত করেন এবং তাঁহার দুশমনকে বে-ইজ্জত করেন।

দ্বিতীয় প্রকার লোক তাহারা, যাহারা জেহাদে তো বাহির হইয়াছে, কিন্তু না তাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে, আর না (অন্তরে) তাঁহার কোন ধ্যান রাখে। আর না তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করা হইতে বাঁচে। যখন মাল খরচ করে তখন অনিচ্ছার সহিত করে। আর যে মাল খরচ করে উহাকে নিজের উপর জরিমানা মনে করে। শয়তান তাহাদিগকে এই ধরনের কথা বলে। যখন তাহারা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়ায় তখন সকলের পিছনে দাঁড়ায় এবং যাহারা সাহায্য করে না তাহাদের সহিত থাকে। পাহাড়ের চুড়ায় উঠিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখান হইতে দেখিতে থাকে যে, লোকেরা কি করিতেছে। যখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে বিজয় দান করেন তখন তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক মিথ্যা কথা বলে (এবং নিজেদের মিথ্যা কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে)। আর যখন তাহারা গনীমতের মালে খেয়ানত করার সুযোগ পায় তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত আল্লার দেওয়া গনীমতের মালে

www.BANGLAKITAB.com

খেয়ানত করে এবং শয়তান তাহাদিগকে বলে, ইহা তো গনীমতের মাল। যখন তাহারা সচ্ছল হয় তখন তাহারা অহংকার করিতে আরম্ভ করে, আর যখন তাহারা কোন বাধার সম্মুখীন হয় তখন শয়তান তাহাদিগকে (মাখলুকের নিকট নিজের অভাবকে) প্রকাশ করার ফেৎনায় নিপতিত করে।

মুসলমানদের সওয়াব হইতে তাহারা কিছুই পাইবে না। অবশ্য তাহাদের শরীর মুসলমানদের শরীরের সহিত রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত তাহারাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিয়ত ও তাহাদের আমল মুসলমানদের হইতে ভিন্নরূপ। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন এবং তারপর তাহাদের উভয় দলকে পৃথক করিয়া দিবেন। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে দোয়ার এহতেমাম করা

নিজ এলাকা হইতে বাহির হওয়ার সময় দোয়া করা

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন তখন তিনি এই দোয়া করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا ، اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى هَوْلِ الدُّنْيَا وَ بَوَائِقِ، الدَّهْرِ وَ مَصَائِبِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ، اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاخْلُفْنِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ، وَلَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَ عَلٰى صَالِحِ خُلُقِىْ فَقَوِّمْنِىْ، وَاِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَاِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِىْ،

رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ. اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَ كَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ تُحِلَّ عَلَىَّ غَضَبَكَ، وَتُنْزِلَ بِىْ سُخْطَكَ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَفُجَاْةِ نِقْمَتِكَ، وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبٰى عِنْدِىْ خَيْرُ مَا اسْتَطَعْتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ! দুনিয়ার ভয়-ভীতি, যামানার অনিষ্ট ও রাত্রদিনের আগত বিপদ আপদে আমাকে সাহায্য করুন। আয় আল্লাহ! এই সফরে আপনি আমার সঙ্গী হইয়া যান এবং আমার ঘরে আপনি আমার প্রতিনিধি হইয়া যান। আর যাহাকিছু আপনি আমাকে দিয়াছেন উহাতে বরকত দান করুন। আমাকে আপনার সামনে বিনয়ী করুন এবং উত্তম ও নেক আখলাকের উপর আমাকে মজবুত করিয়া দিন এবং আমাকে আপনার প্রিয় বানাইয়া দিন এবং আমাকে লোকদের সোপর্দ করিবেন না। হে দুর্বলদের রব! আপনি আমারও রব। আমি আপনার সেই সম্মানিত চেহারার উসিলায়—যাহার দ্বারা সমস্ত আসমান ও জমিন আলোকিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার দ্বারা পূর্ববর্তীদের কার্য শুদ্ধ হইয়াছে—এই ব্যাপারে আপনার আশ্রয় চাহিতেছি যে, আমার উপর আপনি ক্রোধান্বিত হন বা অসন্তুষ্ট হন। আপনার দেওয়া নেয়ামত দূর হইয়া যাওয়া ও হঠাৎ করিয়া আপনার শাস্তি উপস্থিত হওয়া এবং আপনার দেওয়া নিরাপত্তার পরিবর্তন ও আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি হইতে আমি আপনার পানাহ চাই। আমি যত আমল করিতে পারি তন্মধ্যে সর্বোত্তম আমল হইল আপনাকে সন্তুষ্ট করা। আপনি ব্যতীত আর কেহ গুনাহ হইতে বাঁচাইতে ও নেক কাজে শক্তি দিতে পারে না।

(বিদায়াহ)

WWW.BANGLAKITAB.COM

কোন এলাকায় প্রবেশের সময় দোয়া করা

আবু মারওয়ান আসলামী (রহঃ)এর দাদা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাইবারের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন আমরা খাইবারের নিকটে পৌছিলাম এবং খাইবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বলিলেন, থামিয়া যাও। সকলে থামিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا اَظْلَلْنَ، وَ رَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ، (وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَ مَا ذَرَيْنَ) فَاِنَّا نَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَ شَرِّ مَافِيْهَا، اُقْدُمُوا : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! যিনি সাত আসমান ও যে সকল জিনিসকে উহা ছায়া করিয়া রহিয়াছে—উহাদের সকলের রব, যিনি সাত জমিন ও যে সকল জিনিসকে উহা বহন করিয়া রাখিয়াছে—উহাদের সকলের রব, যিনি সমস্ত শয়তান ও যে সকল লোকদেরকে তাহারা পথভ্রষ্ট করিয়াছে—তাহাদের সকলের রব, যিনি বাতাস ও যে সকল জিনিসকে বাতাস উড়াইয়াছে—উহাদের সকলের রব, আমরা আপনার নিকট এই বসতি ও উহার বাসিন্দাদের এবং এই বসতিতে যাহা কিছু আছে উহার মঙ্গল কামনা করি, আর আপনার নিকট এই বসতি ও উহার বাসিন্দাদের এবং এই বসতিতে যাহাকিছু আছে উহার অমঙ্গল হইতে পানাহ চাই।'

(অতঃপর বলিলেন,) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িয়া অগ্রসর হও।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রত্যেক এলাকায় প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়িতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ করার সময় দোয়া করা

বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ) এর দোয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাহারা তিন শতের কিছু বেশী ছিলেন। আর যখন মুশরিকদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন তখন দেখিলেন, তাহারা এক হাজারেরও বেশী। অতএব তিনি কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তাঁহার পরিধানে একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি ছিল। অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা পূরণ করুন। আয় আল্লাহ! যদি মুসলমানদের এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায় তবে তাহাদের পরে জমিনের বুকে আপনার এবাদত আর কখনও হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবরত আপন রবের নিকট সাহায্য চাহিতে থাকিলেন এবং দোয়া করিতে থাকিলেন। এমনকি তাঁহার চাদর মোবারক (মাটিতে) পড়িয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) চাদর উঠাইয়া তাঁহার শরীরের উপর দিয়া দিলেন এবং পিছন দিক হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যেভাবে আপনার রবের নিকট দোয়া করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। নিশ্চয় তিনি আপনার সহিত কৃত তাঁহার ওয়াদাকে অতিসত্বর পূরণ করিবেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ 'সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করিতেছিলে, তৎপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ফরিয়াদকে কবুল করিলেন যে, আমি তোমাদিগকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিব, যাহারা ক্রমান্বয়ে আসিতে থাকিবে।' (বিদায়াহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত পনেরজন লোক লইয়া বাহির হইলেন। যখন তিনি বদরে পৌঁছিলেন তখন এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ, ইহারা জুতা ছাড়া খালি পায়ে পায়দল চলিতেছে, ইহাদিগকে সওয়ারী দান করুন। আয় আল্লাহ, ইহারা বস্ত্রহীন, ইহাদিগকে বস্ত্র দান করুন, আয় আল্লাহ, ইহারা ক্ষুধার্ত, ইহাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিন।' সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করিলেন। যখন তাহারা বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া চলিলেন তখন তাহাদের প্রত্যেকের নিকট একটি অথবা দুইটি করিয়া উট ছিল এবং তাহারা কাপড়ও পরিধান করিয়াছিলেন, পেট ভরিয়া খানাও খাইয়াছিলেন। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ জোরদারভাবে দোয়া করিতে দেখিয়াছি এরূপ কাহাকেও কখনও দোয়া করিতে দেখি নাই। তিনি (দোয়ার মধ্যে) বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমি আপনাকে আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের দোহাই দিতেছি। আয় আল্লাহ, যদি এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায় তবে আর আপনার এবাদত কখনও হইবে না। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরিলেন। (খুশীতে) তাহার চেহারার পার্শ্ব যেন চাঁদের ন্যায় চমকাইতেছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি যেন এখন দেখিতে পাইতেছি যে, সন্ধ্যায় এই সমস্ত কাফেরদের লাশগুলি কোন কোন স্থানে পড়িয়া থাকিবে। (বিদায়াহ)

ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দোয়া করা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন বলিতেছিলেন, 'আয় আল্লাহ, (আমাদের সাহায্য করুন, আর) যদি আপনি (আমাদের সাহায্য করিতে না) চাহেন তবে জমিনের বুকে আপনার এবাদতকারী কেহ থাকিবে না।'

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই সময়ে পড়িবার জন্য কোন দোয়া আছে কি, যাহা আমরা পড়িতে পারি? কেননা (অত্যাধিক ভয়ের কারণে) কলিজাসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে ঢাকিয়া রাখুন এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন।'

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, (আমরা এই দোয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম, যাহার বরকতে) আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড বাতাস দ্বারা আপন দুশমনদের চেহারাকে ফিরাইয়া দিলেন।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আহযাবে গেলেন এবং নিজের চাদর মোবারক রাখিয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয় হাত উঠাইয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি সেসময় কোন (নফল) নামায পড়েন নাই। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, তিনি পুনরায় সেখানে গেলেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলেন এবং নামায পড়িলেন।

সহী বোখারী ও সহী মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাবের (অর্থাৎ কাফের বাহিনীগুলির) বিরুদ্ধে এইভাবে

www.BANGLAKITAB.com

বদদোয়া করিয়াছেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ, এই সকল আহযাব (অর্থাৎ শত্রুবাহিনীগুলি)কে পরাজিত করুন। আয় আল্লাহ, ইহাদিগকে পরাজিত করুন এবং ইহাদের কদমসমূহকে প্রকম্পিত করিয়া দিন।

অপর এক রেওয়ায়াতে দোয়ার শব্দ এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—আয় আল্লাহ, ইহাদিগকে পরাজিত করুন এবং ইহাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেছিলেন,—'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তিনি আপন বাহিনীকে ইজ্জত দিয়াছেন এবং আপন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সমস্ত (শত্রু) বাহিনীর উপর বিজয়ী হইয়াছেন, তাঁহার পরে কোন জিনিস নাই।'

যুদ্ধের সময় দোয়া করা

বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে গেলাম যে, তিনি এই সময় কি করিতেছেন? আমি যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম তখন আমি দেখিলাম যে, তিনি সেজদায় মাথা রাখিয়া বলিতেছেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ এই শব্দগুলি ব্যতীত আর কিছুই বলিতেছেন না। আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধে মশগুল হইলাম। আবার দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি তখনও একইভাবে সেজদায় মাথা রাখিয়া সেই শব্দগুলি বলিতেছিলেন। আমি আবার যুদ্ধের জন্য চলিয়া গেলাম।

তারপর আমি তৃতীয়বার আবার তাঁহার নিকট আসিয়া দেখিলাম তিনি সেজদায় মাথা রাখিয়া সেই শব্দগুলিই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হাতে বিজয় দান করিলেন। (বাইহাকী)

(যুদ্ধের) রাত্রে দোয়া করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বদর যুদ্ধের) সেই রাত্রে নামায পড়িতে থাকিলেন এবং এই দোয়া করিতে থাকিলেন,—আয় আল্লাহ, যদি এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায় তবে তোমার এবাদত আর হইবে না। সেই রাত্রে মুসলমানদের উপর বৃষ্টিও হইয়াছিল (যদ্দরুন কাফেরদের অংশে কাদা হইয়া গেল এবং মুসলমানদের অংশে বালুর জমিন জমিয়া গেল এবং উহার উপর চলাফেরা সহজ হইয়া গেল)। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে দিন সকালে বদরের যুদ্ধ হইল উহার পূর্ব রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র এবাদতে কাটাইয়াছেন। অথচ তিনি সফর করিয়া আসিয়াছিলেন এবং মুসাফির ছিলেন। (কানযুল উম্মাল)

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দোয়া করা

হযরত রেফাআহ যুরাকী (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের পর যখন মুশরিকরা ফিরিয়া চলিয়া গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকলে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাও, আমি আমার পরওয়ার দিগারের হামদ ও সানা বর্ণনা করিব। সাহাবা (রাঃ) তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলে তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি যাহা প্রসারিত করেন তাহা কেহ সঙ্কুচিত করিতে পারে না, আর যাহা সঙ্কুচিত করেন তাহা কেহ প্রসারিত করিতে পারে না, আর আপনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দিতে পারে না, আর যাহাকে আপনি হেদায়াত দান করেন

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর যাহা আপনি রোধ করেন (না দান করেন) তাহা কেহ দান করিতে পারে না, আর যাহা দান করেন তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না, আর যে জিনিসকে আপনি দূরে সরাইয়া দেন তাহা কেহ নিকটে আনিতে পারে না, আর যাহা আপনি নিকটে করিয়া দেন তাহা কেহ দূরে সরাইতে পারে না।

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের উপর আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও রিযিক প্রসারিত করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সেই স্থায়ী নেয়ামত চাহিতেছি যাহা কখনও পরিবর্তন হয় না এবং দূর হয় না। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অভাবের দিনে নেয়ামত ও ভয়ের দিনে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে এবং যাহা আপনি আমাদিগকে দান করেন নাই উহার অনিষ্ট হইতেও আপনার পানাহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ, ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় বানাইয়া দিন এবং উহাকে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া দিন, আর কুফুর ও দুষ্কার্য এবং নাফরমানীকে আমাদের নিকট ঘৃণিত করিয়া দিন এবং আমাদিগকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমাদিগকে মুসলমান করিয়া মৃত্যুদান করুন এবং মুসলমান অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং নেক লোকদের সহিত আমাদিগকে মিলিত করুন। আমরা না অপমানিত হই, আর না ফেৎনায় নিপতিত হই, আয় আল্লাহ, আপনি সেই সকল কাফেরকে ধ্বংস করিয়া দিন যাহারা আপনার রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে ও আপনার রাস্তায় চলিতে বাধা প্রদান করে। তাহাদের উপর আপনার গযব ও আযাব নাযিল করুন। আয় আল্লাহ, সেই সমস্ত কাফেরদেরকে ধ্বংস করুন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে। হে চিরসত্য মা'বুদ!

পূর্বে (প্রথম খণ্ডে) আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে 'আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান ও উহার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার' বর্ণনায়

তায়েফবাসীদেরকে দাওয়াত পেশ করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া করার আলোচনা করা হইয়াছে।

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া তালীমের এহতেমাম করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের তফসীর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

অর্থ ঃ 'নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর (জেহাদের জন্য) বাহির হও পৃথক পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে।'

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً

অর্থ ঃ 'বাহির হইয়া পড় স্বল্প সরঞ্জামের সহিত (ই হউক) আর প্রচুর সরঞ্জামের সহিত (ই হউক)।'

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

অর্থ ঃ 'যদি তোমরা (জেহাদে) বাহির না হও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যন্ত্রণাময় আযাব দিবেন।'

(এই সকল আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করিয়াছেন) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত আয়াতের হুকুমকে রহিত করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন,—

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً .

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ 'আর মুমিনদের জন্য এক সঙ্গে (জেহাদের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া পড়া সঙ্গত নহে ; সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেকটি বড় দল হইতে একটি ছোট দল (জেহাদে) বাহির হয়, যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং তাহাদের কাওমকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে যখন তাহারা তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যাহাতে তাহারা সতর্ক হয়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (উক্ত আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, (কখনও) এক জামাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জেহাদে যাইবে এবং এক জামাত ঘরে অবস্থান করিবে। (আর কখনও এক জামাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ঘরে অবস্থান করিবে এবং এক জামাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া জেহাদে যাইবে।) যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিবে তাহারাই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে) দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকিবে এবং যখন তাহারা তাহাদের কাওমের নিকট জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবে (অথবা তাহাদের কাওমের লোকেরা জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবে) তখন তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা যে কিতাব ও ফরয হুকুমসমূহ ও নিষেধকৃত হুকুমসমূহ নাযিল করিয়াছেন উহার ব্যাপারে তাহারা সতর্ক হয়।

সেনাপ্রধানদের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

আহওয়াস ইবনে হাকীম ইবনে ওমায়ের আনসী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সেনাপ্রধানদের প্রতি এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করিতে থাক। (কেননা এখন ইসলাম প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং শিখাইবার লোকও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এখন আর অজ্ঞতা অজুহাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতএব) এখন যদি কেহ

বাতেলকে হক মনে করিয়া অবলম্বন করে অথবা হককে বাতেল মনে করিয়া পরিত্যাগ করে তবে তাহার কোন ওজর কবুল করা হইবে না। (বরং জ্ঞান অর্জন না করার দরুন সে শাস্তি পাইবে।) (কানযুল উম্মাল)

সফরে তালীমের জন্য গোলাকার হইয়া বসা

হিব্বান ইবনে আবদুল্লাহ রাকাশী (রহঃ) বলেন, আমরা এক বাহিনীতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত দাজলা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হইলে মুয়াজ্জিন জোহরের নামাযের জন্য আযান দিল এবং লোকেরা সকলে অযুর জন্য উঠিল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ)ও অযু করিয়া লোকদেরকে নামায পড়াইলেন এবং নামাযের পর তাহারা গোলাকার হইয়া (তালীমের জন্য) বসিয়া গেল। তারপর যখন আসরের সময় হইল তখন মুয়াজ্জিন আসর নামাযের আযান দিল। সকলে আবার অযূ করার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) তাঁহার মুয়াজ্জিনকে বলিলেন, এই ঘোষণা দিয়া দাও যে, '(হে লোকেরা) মনোযোগ দিয়া শুন, শুধু সেই ব্যক্তিই অযূ করিবে যাহার অযূ ভঙ্গ হইয়াছে।' তিনি (ইহাও) বলিলেন, মনে হইতেছে অতিসত্বর এলেম উঠিয়া যাইবে এবং অজ্ঞতা ব্যাপক হইয়া যাইবে। এমনকি মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ আপন মাতাকে তরবারী দ্বারা কতল করিয়া দিবে। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া খরচ করা

হযরত আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া একটি উটনী লইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, এই উটনী আল্লাহর রাস্তায় দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই উটনীর বিনিময়ে তুমি কেয়ামতের দিন এমন সাতশত উটনী পাইবে যাহার প্রত্যেকটি লাগাম যুক্ত হইবে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু যার (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাহার বাৎসরিক ভাতা পাইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার বাঁদীও ছিল। উক্ত বাঁদী তাঁহার প্রয়োজনীয় কাজে লাগিয়া গেল এবং সেই মাল তাহার প্রয়োজনে খরচ করিতে লাগিল। খরচের পর তাহার নিকট সাত দেরহাম বাঁচিয়া গেল। হযরত আবু যার (রাঃ) তাহাকে হুকুম দিলেন যে, এই সাত দেরহামকে পয়সা বানাইয়া লও। আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, আপনি যদি এই সাতটি দেরহামকে ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজনের জন্য অথবা আপনার নিকট আগত কোন মেহমানের জন্য রাখিয়া দিতেন (তবে বেশী ভাল হইত)। তিনি বলিলেন, আমার খলীল (অর্থাৎ বন্ধু—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এই অসিয়ত করিয়াছেন, যে স্বর্ণ বা রূপা থলি ইত্যাদিতে বাঁধিয়া রাখা হইবে উহা মালিকের জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইবে, যতক্ষণ না উহাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিবে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ রূপা বাঁধিয়া রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, কেয়ামতের দিন এই স্বর্ণ–রূপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইবে, যাহা দ্বারা তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে।

হযরত কায়েস ইবনে সালা' আনসারী (রাঃ)এর ভাইয়েরা তাহার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া নালিশ করিল এবং তাহারা বলিল, কায়েস অযথা নিজের মাল খরচ করে এবং তাহার হাত অত্যন্ত খোলা। (হযরত কায়েস (রাঃ) বলেন,) আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খেজুরের মধ্য হইতে নিজের অংশ লইয়া লই এবং তাহা আল্লাহর রাস্তায় ও নিজের সঙ্গীদের উপর খরচ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বুকের উপর হাত মারিয়া তিনবার বলিলেন, তুমি খরচ কর আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর খরচ করিবেন। তারপর যখন আমি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইলাম তখন আমার নিকট আরোহণের উটও ছিল। আর আজ তো

আমি আমার খান্দানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান। (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার দরুন আল্লাহ তায়ালা আমাকে আমার ভাইদের অপেক্ষা অধিক ধনসম্পদ দিয়া রাখিয়াছেন।) (তরগীব)

জেহাদে খরচের সওয়াব

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে আল্লাহর রাস্তায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। কেননা সে প্রত্যেক কলেমার বিনিময়ে সত্তর হাজার নেকী পাইবে এবং উহার প্রত্যেক নেকী দশগুণ হইবে। ইহা ছাড়া সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আরো অতিরিক্তও পাইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খরচের (সওয়াব কি পরিমাণ হইবে)? তিনি এরশাদ করিলেন, খরচের সওয়াবও এই পরিমাণ হইবে।

হযরত আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত মুআয (রাঃ)কে বলিলাম, খরচের সওয়াব তো সাতশত গুণ। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, তোমার জ্ঞান অতি অল্প, এই সওয়াব তো তখন হইবে যখন কেহ নিজের ঘরে অবস্থান করে এবং জেহাদে না যাইয়া (অন্যের জন্য) খরচ করে। আর যখন সে নিজে জেহাদে যাইয়া খরচ করে তখন তো আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য আপন রহমতের এমন খাযানা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন যেখান পর্যন্ত না বান্দাগণের জ্ঞান পৌঁছিতে পারে আর না বান্দাগণ উহার বর্ণনা দিতে পারে। ইহারাই আল্লাহর দল, আর আল্লাহর দলই বিজয়ী হইয়া থাকে। (তাবারানী)

হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আবু উমামা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ),—ইহারা সকলেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিবে এবং নিজে আপন ঘরে অবস্থান করিবে সে প্রতি দেরহামের বিনিময়ে সাতশত দেরহামের সওয়াব লাভ করিবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে যাইবে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিবে সে প্রতি দেরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দেরহামের সওয়াব লাভ করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা যাহার জন্য ইচ্ছা হয় বৃদ্ধি করিয়া দেন।

পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জিহাদ ও অর্থসম্পদ খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনায় হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও হযরত আসেম ইবনে আদি (রাঃ) কি পরিমাণ খরচ করিয়াছেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবা (রাঃ)দের খরচ করার বর্ণনায় আরো বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে নিয়তকে খালেছ করা

দুনিয়া ও নামযশের নিয়তে সওয়াব নাই

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি এই নিয়তে জেহাদে যায় যে, সে দুনিয়ার কিছু সামানপত্র লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে অনেক বড় মনে করিল এবং তাহারা

লোকটিকে বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার জিজ্ঞাসা কর। হয়ত তুমি নিজের কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পার নাই। সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি এই নিয়তে জেহাদে যায় যে, সে দুনিয়ার কিছু সামানপত্র লাভ করিবে। তিনি এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে অনেক বড় মনে করিল এবং সেই লোকটিকে বলিল, যাও আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং সে তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া আরজ করিল, এক ব্যক্তি এই নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে যাইতে চায় যে, সে দুনিয়ার কিছু সামানপত্র লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। (তরগীব)

হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে জেহাদে শরীক হইয়া সওয়াবও হাসিল করিতে চায় এবং লোকদের মধ্যে সুনামও অর্জন করিতে চায়, সে কি পাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কিছুই পাইবে না। উক্ত ব্যক্তি নিজের এই প্রশ্ন তিনবার করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রতিবার এই উত্তরই দিলেন যে, সে কিছুই পাইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা শুধু ঐ আমলই কবুল করেন যাহা খালেছ হয় এবং শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়। (তরগীব)

কুযমানের ঘটনা

হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে একজন বিদেশী লোক থাকিত। কেহ জানিত না যে, সে কে? লোকেরা তাহাকে কুযমান বলিয়া ডাকিত। যখনই তাহার আলোচনা হইত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, সে তো

www.BANGLAKITAB.com

জাহান্নামীদের মধ্য হইতে একজন। ওহুদের যুদ্ধের দিন সে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিল। সে একাই সাত–আটজন মুশরিককে কতল করিল। অত্যন্ত যুদ্ধবাজ বাহাদুর ছিল। অবশেষে সে আহত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে বনু জাফরের মহল্লায় উঠাইয়া আনা হইল। অনেক মুসলমান তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে কুযমান, আজ তো তুমি অত্যন্ত বাহাদুরীর সহিত লড়াই করিয়াছ, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলিল, আমি কি কারণে সুসংবাদ গ্রহণ করিব? আল্লাহর কসম, আমি তো শুধু আমার কাওমের সুনামের জন্য লড়াই করিয়াছি। যদি আমার এই উদ্দেশ্য না হইত তবে আমি কখনও লড়াই করিতাম না। অতঃপর যখন তাহার যখমের কষ্ট বেশী হইয়া গেল তখন সে আপন তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিল এবং উহা দ্বারা আত্মহত্যা করিল। (বিদায়াহ)

উসাইরিম (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন, আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বল, যে জান্নাতে যাইবে অথচ কখনও কোন নামায পড়ে নাই? লোকেরা যখন এমন কোন লোককে চিনিতে পারিত না তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলিতেন, সে হইল বনু আবদুল আশহালের উসাইরিম। তাহার নাম আমর ইবনে সাবেত ইবনে ওয়াক্‌শ (রাঃ)। হযরত হুসাইন বলেন, আমি হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উসাইরিমের ঘটনা কি? তিনি বলিলেন, তাহার কাওমের লোকেরা তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিত, আর তিনি সর্বদাই অস্বীকার করিতেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন হঠাৎ তাহার মনে ইসলাম গ্রহণের খেয়াল পয়দা হইল এবং মুসলমান হইয়া গেলেন। তারপর তরবারী লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং এক পার্শ্ব দিয়া লোকদের মধ্যে ঢুকিয়া লড়াই আরম্ভ করিয়া দিলেন। লড়াই করিতে করিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

(যুদ্ধের পর) বনু আশহালের লোকেরা শহীদদের মধ্যে নিজেদের

সঙ্গীদিগকে তালাশ করিতে যাইয়া তাহাদের দৃষ্টি উসাইরিমের উপর পড়িল। তাহারা বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি তো উসাইরিম। সে এখানে কিভাবে আসিল, আমরা তো তাহাকে (মদীনায়) রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আর সে তো সবসময় এই (ইসলামের) কথা অস্বীকার করিত। তাহারা হযরত উসাইরিম (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমর, তুমি এখানে কিভাবে আসিলে? আপন কাওমের প্রতি সহানুভূতির কারণে, না ইসলামের প্রতি আগ্রহের কারণে? তিনি বলিলেন, না, ইসলামের প্রতি আগ্রহের কারণে। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তারপর আপন তরবারী লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছি এবং লড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি। লড়াই করিতে করিতে আমি এই পরিমাণ আহত হইয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাদের হাতের উপর ইন্তেকাল করিলেন। তাহার কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার সমস্ত ঘটনা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একবারও নামায পড়ার সুযোগ পান নাই।)

(বিদায়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে উকাইশ (রাঃ) জাহিলিয়াতের যুগে সুদের উপর ঋণ দিয়াছিলেন। এইজন্য ইসলাম গ্রহণ করিতে তো আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু সুদ উসুল করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন না। ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়? লোকেরা বলিল, তাহারা তো (এখন) ওহুদে আছেন। তিনি বলিলেন, ওহুদের ময়দানে? অতঃপর তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করিয়া ঘোড়ায় চড়িলেন এবং আপন চাচাতো ভাইদের দিকে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। যখন মুসলমানগণ তাহাকে (আসিতে) দেখিলেন তখন বলিলেন, হে

www.BANGLAKITAB.com

আমর, আমাদের নিকট হইতে দূরে থাক। তিনি বলিলেন, আমি তো ঈমান আনিয়াছি। তারপর তিনি কাফেরদের সহিত অত্যন্ত জোরে শোরে যুদ্ধ করিলেন এবং আহত হইলেন। তারপর তাহাকে আহত অবস্থায় উঠাইয়া তাহার পরিবারের নিকট আনা হইল। সেখানে তাহাদের নিকট হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) আসিলেন এবং তিনি তাহার বোনকে বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি ওহুদের যুদ্ধে তাহার কাওমের সহায়তার উদ্দেশ্যে শরীক হইয়াছিলেন, না আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে রাগান্বিত হইয়া শরীক হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে রাগান্বিত হইয়া (যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলাম)। অতঃপর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং তিনি জান্নাতে দাখেল হইয়া গেলেন। অথচ তিনি আল্লাহর জন্য একবারও নামায পড়ার সুযোগ পান নাই।

এক গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা

শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রহঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া ঈমান আনিলেন ও তাঁহার অনুসারী হইলেন এবং বলিলেন, আমিও হিজরত করিয়া আপনার সহিত থাকিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)কে তাহার ব্যাপারে খেয়াল রাখিতে বলিলেন। খাইবারের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল পাইলেন তখন তাহা সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং সেই গনীমতের মাল হইতে উক্ত ব্যক্তির অংশ তাহার সঙ্গীদের নিকট দিলেন। কারণ তখন তিনি আপন সঙ্গীদের জানোয়ার চরাইবার জন্য গিয়াছিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন সঙ্গীরা তাঁহার অংশ তাঁহাকে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? সঙ্গীরা বলিল, ইহা তোমার অংশ যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য দিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমি এই (মাল লওয়ার) জন্য আপনার অনুসরণ করি নাই। আমি তো আপনার অনুসরণ এই জন্য করিয়াছিলাম যে, আমার এইখানে—গলার দিকে ইশারা করিয়া—তীর বিদ্ধ হইবে আর আমি মারা যাইব এবং জান্নাতে চলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নিয়ত সত্য হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিবেন।

অতঃপর সাহাবা (রাঃ) শত্রুর মোকাবেলার জন্য উঠিলেন। (এই গ্রাম্য ব্যক্তিও যুদ্ধে শরীক হইলেন এবং গুরুতর আহত হইলেন।) তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উঠাইয়া আনা হইল। যেখানে তিনি তীর লাগার কথা ইশারা করিয়াছিলেন সেখানেই তীর লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহার নিয়ত সত্য ছিল বলিয়া আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাহার লাশ সামনে রাখিয়া জানাযার নামায পড়াইলেন। জানাযার নামাযে তাহার জন্য দোয়া করিতে যাইয়া উচ্চস্বরে এই দোয়া করিলেন,—আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার বান্দা, তোমার রাস্তায় হিজরত করিয়া বাহির হইয়াছিল। এখন সে শহীদ হইয়া কতল হইয়াছে আর আমি তাহার সাক্ষী। (বিদায়াহ)

একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিতে লাগিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, আমার চেহারা কুৎসিত এবং আমার নিকট কোন মালও নাই। আমি যদি এই কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা যাই তবে কি জান্নাতে দাখেল হইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। (ইহা শুনিয়া) সে অগ্রসর হইল এবং কাফেরদের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। লড়াই করিতে করিতে সে শহীদ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন। সে শহীদ হইয়া পড়িয়া ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এখন তো আল্লাহ তায়ালা তোমার চেহারাকে সুন্দর করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে সুগন্ধযুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমার মাল অধিক করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিলেন যে, আমি হুরে ঈন হইতে তাহার দুইজন স্ত্রীকে দেখিয়াছি, যাহারা তাহার শরীর ও জুব্বার মাঝখানে ঢুকার জন্য তাহার জুব্বা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, কাপড় পরিধান করিয়া অস্ত্রসজ্জিত হইয়া আমার নিকট আস। আমি (প্রস্তুত হইয়া) তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি বলিলেন, তোমাকে একদল সৈন্যের আমীর বানাইয়া পাঠাইতে চাই। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিবেন এবং গনীমতও দান করিবেন, আর আমিও তোমাকে সেই মাল হইতে উত্তম মাল দান করিব। (হযরত আমর (রাঃ) বলেন,) আমি বলিলাম, আমি তো মালের জন্য ইসলাম গ্রহণ করি নাই। বরং মুসলমান হওয়ার আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, হে আমর, ভাল মানুষের জন্য ভাল মাল অতি উত্তম জিনিস।

তাবারানী তাহার আওসাত ও কবীর গ্রন্থে এই হাদীস এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি তো দুই কারণে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, এক তো আমার মুসলমান হওয়ার আগ্রহ ছিল, দ্বিতীয় আমি আপনার সহিত

থাকিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তবে ভাল মানুষের জন্য ভাল মাল অতি উত্তম জিনিস। (মাজমা)

শহীদগণের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

আবুল বাখতারী তায়ী (রহঃ) বলেন, কতিপয় লোক কুফাতে আবু ওবায়েদের পুলের নিকট মুখতার ইবনে আবি ওবায়েদের পিতা আবুল মুখতারের সহিত ছিল। এই যাছরে আবি ওবায়েদ অর্থাৎ আবু ওবায়েদের পুলের নিকট হিজরী ১৩ সনে হযরত আবু ওবায়েদ সাকাফী (রহঃ) তাহার সম্পূর্ণ বাহিনী সহ শহীদ হইয়াছিলেন। তাহার সেই বাহিনীর সকলকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শুধু দুই তিনজন ব্যক্তি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের তরবারী লইয়া শত্রুর উপর এমন প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহারা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। এইভাবে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত তিনজন বসিয়া সেই সকল শহীদানদের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা তাহাদের সম্পর্কে কি আলোচনা করিতেছিলে? তাহারা বলিলেন, আমরা তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করিতেছিলাম এবং দোয়া করিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তাহাদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছ তাহা আমাকে বল, না হয় আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিব। তাহারা বলিলেন, আমরা তাহাদের ব্যাপারে এই বলিয়াছিলাম যে, তাহারা শহীদ হইয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দ্বীনে) হক দিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহার হুকুম ব্যতীত কেয়ামত কায়েম হইবে না, আল্লাহ তায়ালার নবী ব্যতীত কোন জীবিত মানুষ

www.BANGLAKITAB.com

কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জানে না যে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট কি পাইয়াছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীর অগ্রপশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দ্বীনে) হক ও হেদায়াত দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং যাহার হুকুম ব্যতীত কেয়ামত কায়েম হইবে না, কেহ তো লোক দেখাইবার জন্য লড়াই করে, কেহ লড়াই করে নিজ গোত্রের সম্মান রক্ষার্থে, কেহ দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আর কেহ লড়াই করে মালের জন্য। এই সকল লড়াইকারীগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে উহাই পাইবে, যাহা তাহাদের অন্তরে নিহিত ছিল।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান (রাঃ) বলেন, একবার আমরা এক জামাত সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। যাঁহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর যামানায় শহীদ হইয়াছিল। আমাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার কর্মী, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাদিগকে আজর ও সওয়াব দান করিবেন। অপর একজন বলিল, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই নিয়তের উপর তাহাদিগকে উঠাইবেন, যাহার উপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। এই কথার উপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই নিয়তের উপর তাহাদিগকে উঠাইবেন, যাহার উপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। কেননা কেহ লোক দেখাইবার জন্য ও নাম যশের জন্য লড়াই করে, কেহ দুনিয়া হাসিল করার জন্য লড়াই করে। আর কেহ লড়াই হইতে জান বাঁচাইবার কোন উপায় না দেখিয়া বাধ্য হইয়া লড়াই করে। আর কেহ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে সওয়াব পাওয়ার আশায় লড়াই করে এবং সর্বপ্রকার কষ্টের উপর সবর করে। (যাহারা সওয়াবের আশায় লড়াই করে) তাহারাই শহীদ।

এতদসত্ত্বেও আমি জানিনা, আমার সহিত কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সহিত কি ব্যবহার করা হইবে। অবশ্য এতখানি অবশ্যই আমি জানি যে, এই কবরবাসী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনের সকল গুনাহ মাফ হইয়া গিয়াছে।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে শহীদগণের আলোচনা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাকে শহীদ মনে কর? লোকেরা উত্তরে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, এই সমস্ত যুদ্ধে যে সকল মুসলমান কতল হইতেছেন, তাহারা সকলে শহীদ। এই উত্তর শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো তোমাদের শহীদদের সংখ্যা অনেক হইবে। আমি তোমাদিগকে এই ব্যাপারে বলিতেছি, বীরত্ব ও কাপুরুষতা মানুষের স্বভাবগত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা স্বভাব দান করেন। বাহাদুর ব্যক্তি জোশ-জযবায় লড়াই করে এবং নিজ পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার কোন পরওয়া করে না। আর কাপুরুষ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর কারণে (যুদ্ধের ময়দান হইতে) পলায়ন করে। আর শহীদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আজর ও সওয়াবের আশায় নিজের জানকে পেশ করে এবং (কামেল) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে সেই সকল জিনিস পরিত্যাগ করে যাহা আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। আর (কামেল) মুসলমান সেই ব্যক্তি, যাহার জিহ্বা ও হাত হইতে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ থাকে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও তাহার মায়ের ঘটনা

যেমাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাহার মাতা (হযরত আসমা (রাঃ))এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, সমস্ত লোকজন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং (আমার বিরোধী) লোকেরা আমাকে সন্ধির প্রস্তাব দিতেছে। তাহার মাতা জবাব দিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে যিন্দা করার জন্য (যুদ্ধে) গমন করিয়া থাক, তবে তুমি এই হক কাজের উপর প্রাণ উৎসর্গ কর ; আর যদি দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে যাইয়া থাক তবে না তোমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ রহিয়াছে, আর না তোমার মৃত্যুবরণের মধ্যে কোন কল্যাণ রহিয়াছে।

জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় যাইয়া আমীরের হুকুম মান্য করা

হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এক জামাতে পাঠাইলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং এক মনযিলে যাইয়া অবস্থান করিলাম। একব্যক্তি উঠিয়া আপন সওয়ারীর উপর আসন বাঁধিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথায় যাইতে চাহিতেছ? সে বলিল, আমি জানোয়ারের জন্য খাবার আনিতে চাহিতেছি। আমি তাহাকে বলিলাম, যতক্ষণ আমরা আমাদের আমীরকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লই ততক্ষণ তুমি এরূপ করিও না। আমরা হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। (সম্ভবতঃ তিনি জামাতের কোন এক অংশের আমীর হইবেন।) আমরা তাহার নিকট উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি (লোকটিকে) বলিলেন, তুমি বোধহয় তোমার পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছ? সে বলিল, না। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, ভাবিয়া দেখ, তুমি কি বলিতেছ? সে বলিল, না। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও এবং হেদায়াতের রাস্তায় চল। সে চলিয়া গেল এবং রাত্রে অনেক দেরী করিয়া ফিরিল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, বোধহয় তুমি নিজ পরিবারের নিকট গিয়াছিলে। সে বলিল, না। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) ভাবিয়া দেখ, তুমি

কি বলিতেছ? সে বলিল, হাঁ (গিয়াছিলাম)। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, তুমি আগুনের ভিতর হাঁটিয়া আপন ঘরে গিয়াছ, (সেখানে যতক্ষণ বসিয়াছ ততক্ষণ) তুমি আগুনের ভিতর বসিয়াছ, এবং আগুনের ভিতর হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। অতএব তুমি এখন নতুনভাবে আমল কর (যাহাতে তোমার এই গুনাহের কাফফারা হইয়া যায়)। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় ও জেহাদে বাহির হইয়া পরস্পর একত্রিত থাকা

হযরত আবু সা'লাবাহ খুশানী (রাঃ) বলেন, কোন মনযিলে অবতরণ করিলে লোকেরা পাহাড়ী ঘাঁটি ও ময়দানে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বিভিন্ন পাহাড়ী ঘাঁটি ও ময়দানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়া শয়তানের কাজ। এই এরশাদের পর মুসলমানগণ যেখানেই অবতরণ করিতেন, একত্রিত হইয়া থাকিতেন। বাইহাকীর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (এই এরশাদের পর সাহাবা (রাঃ) পরস্পর এইভাবে মিলিত হইয়া থাকিতেন যে,) এমনকি এরূপ বলা হইতে লাগিল, যদি এই সমস্ত মুসলমানদের উপর একটি চাদর বিছাইয়া দেওয়া হয় তবে উহা তাহাদের সকলকে ঢাকিয়া লইবে।

হযরত মুআয জুহানী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অমুক অমুক যুদ্ধে গিয়াছি। (আমরা এক জায়গায় অবতরণ করিলে লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিল, যাহাতে লোকদের থাকার জায়গা সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে পাঠাইলেন যেন লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিয়া দেয়,—যে ব্যক্তি থাকার জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে বা রাস্তা বন্ধ করিয়াছে, তাহার কোন জেহাদ নাই, অর্থাৎ সে জেহাদের সওয়াব পাইবে না। (বাইহাকী)

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া

হযরত আনাস ইবনে আবি মারছাদ (রাঃ)এর পাহারাদারী

হযরত সাহ্‌ল ইবনে হানযালিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চলিল এবং এত দীর্ঘ সময় চলিল যে, সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জোহরের নামায আদায় করিলাম। এমন সময় একজন আরোহী খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাদের আগে আগে যাইয়া অমুক পাহাড়ের উপর উঠিয়াছি এবং সেখানে দেখিয়াছি যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ পিতার পানি বহনকারী উট, তাহাদের স্ত্রীগণ ও তাহাদের গৃহপালিত পশু ও বকরী সহ সবকিছু লইয়া হুনাইনে সমবেত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ইনশাআল্লাহ এই সবকিছু আগামীকাল মুসলমানদের জন্য গনীমতের মালে পরিণত হইবে। তারপর তিনি বলিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারাদারী কে করিবে?

হযরত আনাস ইবনে আবি মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি (পাহারাদারী করিব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা,সওয়ার হইয়া আস। তিনি নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, সামনে ঐ পাহাড়ী রাস্তার দিকে চলিয়া যাও এবং সেখানে সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিয়া পাহারা দাও। (সতর্ক থাকিও,) যেন আজ রাত্রে শত্রু তোমাকে ধোকা দিয়া তোমার দিক হইতে আসিতে না পারে। সকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের স্থানে আসিলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সেই আরোহীর

কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। অতঃপর নামাযের একামত হইল এবং নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ সেই পাহাড়ী রাস্তার দিকে রহিল। তিনি যখন নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন তখন বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের আরোহী আসিয়া গিয়াছে। আমরা পাহাড়ী রাস্তার দিকে গাছের ফাঁকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই আরোহী আসিতেছে। ইতিমধ্যে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিল এবং বলিল, আমি (গতরাত্রে এখান হইতে) রওয়ানা হইয়া চলিতে চলিতে এই পাহাড়ী রাস্তায় সবচেয়ে উচুস্থানে পৌছিয়া গিয়াছি, যেখানে পৌছার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। (সারারাত্র সেখানে পাহারা দিয়াছি।) সকালে উভয় রাস্তার প্রতি উকি দিয়া ভালভাবে দেখিয়াছি, সেখানে কাহাকেও দেখি নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি রাত্রে কোন সময় সওয়ারী হইতে নিচে নামিয়াছিলে? সে বলিল, না, তবে শুধু নামায ও জরুরত সারিবার জন্য নামিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি (আজরাত্রের পাহারার বিনিময়ে জান্নাত) ওয়াজিব করিয়া লইয়াছ। এই (পাহারার) আমলের পর তুমি আর কোন (নফল) আমল না করিলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই। (আবু দাউদ)

অপর এক ব্যক্তির পাহারাদারী

আবু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে এক ব্যক্তির ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ কি তাহাকে কোন নেক আমল করিতে

www.BANGLAKITAB.com

দেখিয়াছে? এক ব্যক্তি বলিল, জ্বি হাঁ। এক রাত্রে আমি তাহার সহিত আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) উঠিয়া তাহার জানাযার নামায পড়িলেন। তাহাকে যখন কবরে রাখা হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাহার কবরে মাটি দিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, তোমার সঙ্গীগণ তো মনে করিতেছে, তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, মানুষের (খারাপ) আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না, বরং তাহাদের ফিতরাৎ (অর্থাৎ ইসলামী আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আবু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইলে কতিপয় সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এই ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহাকে (কোন নেক আমল করিতে) দেখিয়াছে? তারপর (উপরোক্ত হাদীসের ন্যায়) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিলেন। (কান্য)

ইবনে আয়েয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার নামাযের জন্য বাহিরে আসিলেন। যখন জানাযা রাখা হইল তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এই ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িবেন না, কারণ সে অত্যন্ত বদকার লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কেহ কি তাহাকে (কোন নেক কাজ করিতে) দেখিয়াছে? পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (মেশকাত)

হযরত আবু রাইহানা হযরত আম্মার ও হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর পাহারাদারী

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৪১ পৃষ্ঠায় আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে শীতের কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় হযরত আবু রাইহানা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারাদারী কে করিবে? আমি তাহার জন্য এমন দোয়া করিব যাহা কবুল হইবে। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? জবাব দিলেন, আমি অমুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাছে আস। সে ব্যক্তি কাছে আসিলে তিনি তাহার কাপড় ধরিয়া দোয়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহার দোয়া শুনিয়া বলিলাম, আমি এক ব্যক্তি (পাহারা দিব)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আবু রাইহানা। তিনি আমার জন্য আমার সঙ্গী অপেক্ষা কম দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়াছে তাহার উপর (দোযখের) আগুন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া নামায পড়ার বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে কে আমাদের পাহারাদারী করিবে? একজন মুহাজির ও একজন আনসারী নিজেদেরকে পাহারার জন্য পেশ করিলেন এবং তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (পাহারা দিব)। তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পাহাড়ী পথের মুখে চলিয়া যাও। ইহারা দুইজন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) ছিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া রোগ ব্যাধির কষ্ট সহ্য করা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মুমিনের শরীরে যে কোন প্রকার কষ্ট হয় উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন। (এই ফযীলত শুনিয়া) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ইহা চাই যে, উবাই ইবনে কা'বের শরীরে এমন জ্বর লাগাইয়া দেন যাহা আপনার সহিত সাক্ষাতের সময়—অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তাহার শরীরে বিদ্যমান থাকে। (অর্থাৎ সারাজীবন যেন জ্বর লাগিয়া থাকে।) তবে এই পরিমাণ জ্বর, যাহা নামায, রোযা, হজ্জ, ওমরা ও আপনার রাস্তায় জেহাদ করিতে বাধা সৃষ্টি না করে। সুতরাং এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্বরাক্রান্ত হইয়া গেলেন, যাহা মৃত্যু পর্যন্ত তাহার শরীরে বিদ্যমান ছিল। তিনি এই জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় জামাতের নামাযে শরীক হইতেন, রোযা রাখিতেন, হজ্জ ও ওমরা করিতেন এবং জেহাদের সফরে যাইতেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বলুন, এই রোগ ব্যাধি যাহা আমাদের উপর আসে, উহার বিনিময়ে আমরা কি পাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত রোগব্যাধি গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। ইহা শুনিয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সেই রোগ অতি সামান্য হয়? তিনি বলিলেন, হাঁ। যদিও উহা কাঁটা (ফুটা) হউক, বা উহা অপেক্ষাও কম কষ্টদায়ক হউক না কেন। হযরত উবাই (রাঃ) নিজের জন্য এই দোয়া করিলেন, তাহার শরীরে যেম এমন জ্বর আসে যাহা মৃত্যু পর্যন্ত না ছাড়ে। কিন্তু এই জ্বর যেন তাহাকে হজ্জ, ওমর, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও জামাতের সহিত নামায আদায় করিতে বাধা সৃষ্টি না করে। (তাহার

এই দোয়া কবুল হইল এবং) মৃত্যু পর্যন্ত তাহার এই অবস্থা রহিল যে, যে কোন মানুষ তাহার শরীরে হাত লাগাইত সে জ্বরের তাপ অনুভব করিত।

(কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বর্শা বা কোন কিছু দ্বারা আহত হওয়া

হযরত জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একটি পাথরের সহিত হোঁচট খাইলেন এবং তাঁহার পায়ের আঙ্গুল রক্তাক্ত হইয়া গেল। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ - وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

অর্থ ঃ তুমি তো একটি আঙ্গুলই, রক্তাক্ত হইয়াছ, আর তোমার যে কষ্ট হইয়াছে তাহা আল্লাহর রাস্তায়ই হইয়াছে।

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে 'আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করার' বর্ণনায় ৪৬৩ নং পৃষ্ঠাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখনই ওহুদের দিনের কথা আলোচনা করিতেন, বলিতেন, ওহুদের দিন তো সম্পূর্ণই তালহার অংশে। তারপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেন, ...। এইভাবে সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার সামনের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার চেহারা মোবারক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং চেহারার উপর শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া (আংটা) ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী তালহার খবর লও। কারণ তিনি অধিক রক্তক্ষরণের দরুন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত হইতে অবসর

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া হযরত তালহা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি একটি গর্তের ভিতর পড়িয়াছিলেন। তাহার শরীরে সত্তরেরও বেশী তীর, তলোয়ার ও বল্লমের আঘাত লাগিয়াছিল, একটি আঙ্গুলও কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করিলাম।

ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর একুশটি আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার একটি পা-ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যে কারণে তিনি খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন। (মুন্তাখাব)

হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমার চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছিলেন না। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ করিয়াছেন উহাতে আমি শরীক হইতে পারি নাই। আগামীতে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেন তবে আল্লাহ তায়ালা দেখিবেন আমি কি করি। অতএব ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ! ইহারা অর্থাৎ সাহাবারা যাহা করিয়াছেন আমি উহার ব্যাপারে আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আর ইহারা অর্থাৎ মুশরিকরা যাহা করিয়াছে আমি সেই ব্যাপারে আমার নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। সম্মুখ হইতে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে সা'দ ইবনে মুআয! (আমার পিতা) নযরের রবের কসম, ওহুদ পাহাড়ের পিছন হইতে আমি জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। হযরত সা'দ (রাঃ) (পরবর্তীতে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি যেরূপ (বীরত্ব প্রদর্শন) করিয়াছেন, আমি সেরূপ

করিতে পারি নাই।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা তাহার শরীরে আশিরও অধিক তলোয়ার, বল্লম ও তীরের আঘাত দেখিয়াছি। আমরা দেখিলাম তিনি শহীদ হইয়া পড়িয়া আছেন এবং মুশরিকরা তাহার নাক-কান ইত্যাদি কাটিয়া ফেলিয়াছে, যদ্দরুন তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। শুধু তাহার বোন তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমাদের ধারণা এই যে, নিম্নোক্ত আয়াত হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)ও তাহার ন্যায় অন্যান্যদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছে।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

অর্থ ঃ 'ঈমানদারগণের মধ্যে বহু লোক এমন আছেন যাহারা আল্লাহর সহিত তাহাদের কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার চাচা (হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ))—যাহার নামে আমার নাম রাখা হইয়াছে,—তিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক হইয়াছিলেন না। আর এই শরীক হইতে না পারা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। অতএব তিনি মনে মনে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রথম যুদ্ধ হইল, আর আমি উহাতে শরীক হইতে পারিলাম না। আগামীতে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেন তবে আল্লাহ তায়ালা দেখিবেন, আমি কি করি। এই কথা ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছু বলার তাহার সাহস হইল না। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে শরীক হইলেন। (যুদ্ধ চলাকালীন) হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে সম্মুখ হইতে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু আমর, তুমি কোথায়

www.BANGLAKITAB.com

যাইতেছ? বাহ্ বাহ্ জান্নাতের খুশবুদার বাতাস কতই না মধুর! যাহা আমি ওহুদের দিক হইতে পাইতেছি। এই বলিয়া তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। তাহার শরীরে আশিরও অধিক তলোয়ার, বল্লম ও তীরের আঘাত পাওয়া গিয়াছে। তাহার বোন আমার ফুফু রুবাইয়্যা বিনতে নযর (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাইকে শুধু তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি। তাহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلاً

অর্থ ঃ 'মুমিনদের মধ্যে বহুলোক এমন আছেন, তাহারা আল্লাহর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের (শাহাদতের) মান্নত পূর্ণ করিয়াছেন, আর তাহাদের কতক লোক আগ্রহান্বিত রহিয়াছেন এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পকে একটুও পরিবর্তন করেন নাই।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ)দের ধারণা এই যে, এই আয়াত হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর আমীর হইবে। আর যদি জা'ফর শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হইবে। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর (রাঃ)) বলেন, আমি এই যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে ছিলাম। (যুদ্ধের পর)

আমরা হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে তালাশ করিতে লাগিলাম। আমরা তাহাকে শহীদদের মধ্যে পাইলাম এবং তাহার শরীরে নব্বইটিরও অধিক তলোয়ার ও তীরের আঘাত দেখিতে পাইলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এই সকল আঘাতের একটিও তাহার পিঠে ছিল না। (বরং সব কয়টি আঘাতই তাহার সম্মুখভাগে ছিল।)

(বোখারী)

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর আহত হওয়া

আমর ইবনে শুরাহবীল (রহঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) তীরবিদ্ধ হওয়ার পর তাহার রক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কোমর ভাঙ্গিয়া গেল! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর! চুপ থাক। হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ)এর অবস্থা দেখিয়া) বলিলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত সাঈদ ইবনে ওবায়েদ ছাকাফী (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন আমি হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি আবু ইয়ালার বাগানে বসিয়া কিছু খাইতেছেন। আমি তাহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিলাম, যাহা তাহার চোখে লাগিল। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই চোখ আল্লাহর রাস্তায় আহত হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি চাও তবে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিব এবং তোমার চোখ তুমি ফিরিয়া পাইবে। আর যদি চাও (সবর করিবে এবং) তুমি জান্নাত পাইবে। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি জান্নাত চাই।(কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত কাতাদাহ ও হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ)এর চোখে আঘাত লাগা

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন তাহার চোখে আঘাত লাগিল এবং চোখের মণি গালের উপর ঝুলিয়া পড়িল। লোকেরা উহা কাটিয়া ফেলিতে চাহিল। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সাহাবাদের গায়েবী সাহায্য লাভের অধ্যায়ে আসিতেছে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন লোকজন উমাইয়া ইবনে খালাফের নিকট ভীড় করিল। আমরাও তাহার নিকট গেলাম। আমি দেখিলাম, তাহার বগলের নিচে বর্মের একটি টুকরা ভাঙ্গা রহিয়াছে। আমি সেখানে খুব জোরে তলোয়ার চালাইলাম। বদরের যুদ্ধের দিন আমি তীর বিদ্ধ হইলাম, যাহাতে আমার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে নিজের পবিত্র লালা লাগাইয়া দিলেন এবং চোখ ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করিলেন। উহার পর আমার কোন কষ্ট রহিল না। (বায্যার, তাবারানী)

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও অপর দুই ব্যক্তির ঘটনা

পূর্বে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হামীদ (রহঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার দাদী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর স্তনের উপর তীর বিদ্ধ হইয়াছে। এমনিভাবে পূর্বে আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে যখম ও রোগ–ব্যাধি সহ্য করার বর্ণনায় হযরত আবু সায়েব (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, বনু আবদুল আশহাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমি ও আমার ভাই ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে যুদ্ধ হইতে আহত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'অথচ আল্লাহর কসম, আমাদের নিকট কোন সওয়ারী ছিল

না, উপরন্তু আমরা উভয়ে ছিলাম গুরুতর আহত। এতদসত্ত্বেও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রওয়ানা হইলাম। উভয়ের মধ্যে আমি একটু কম আহত ছিলাম। আমার ভাই যখন চলিতে চলিতে অক্ষম হইয়া যাইত, আমি তাহাকে বহন করিয়া লইতাম। এইভাবে কিছুদূর তাহাকে বহন করিয়া আবার কিছুদূর পায়ে হাঁটাইয়া আমরা সেইস্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম যেখানে মুসলিম বাহিনী পৌঁছিয়াছিল।

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত বারা (রাঃ) মুসাইলামা (কাযযাব)এর সহিত যুদ্ধের দিন নিজেকে বাগানে অবস্থানকারীদের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। (মুসাইলামা কাযযাবের সঙ্গীরা একটি বাগানের ভিতর ঢুকিয়া উহার দরজা বন্ধ করিয়া লইয়াছিল। হযরত বারা (রাঃ) সেই বাগানের দেয়াল টপকাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন।) ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি একাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং (যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি বাগানের দরজার নিকট পৌঁছিয়া গেলেন এবং) দরজা খুলিয়া দিলেন। তাহার শরীরে আশিরও অধিক তীর ও তলোয়ারের আঘাত লাগিয়াছিল। অতঃপর চিকিৎসার জন্য তাহাকে ছাউনীতে উঠাইয়া আনা হইল। হযরত খালেদ (রাঃ) (তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য) একমাস যাবৎ তাহার নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন।

হযরত ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও তাহার ভাই ইরাকে হারীক নামক স্থানে দুশমনের এক কিল্লার নিকট ছিলেন। দুশমনরা গরম শিকলের সহিত আংটা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল। কোন মুসলমান উহাতে আটকাইয়া গেলে তাহাকে টানিয়া কিল্লার উপর উঠাইয়া লইত। তাহারা হযরত আনাস (রাঃ)এর সহিত এরূপ করিল (এবং তাহাকে আংটাতে আটকাইয়া ফেলিল।) ইহা দেখিয়া হযরত বারা (রাঃ) অগ্রসর হইলেন

WWW.BANGLAKITAB.COM

এবং দেয়ালের দিকে দেখিতে লাগিলেন। (সুযোগ বুঝিয়া) তিনি সেই শিকল হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং আংটার রশি না কাটা পর্যন্ত গরম শিকল হাতে ধরিয়া রাখিলেন। শিকল ছাড়ার পর যখন তিনি নিজের হাতের দিকে দেখিলেন, তখন হাতের হাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। গোশত পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে বাঁচাইয়া লইলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একটি আংটা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর উপর আসিয়া পড়িল এবং তিনি উহাতে জড়াইয়া গেলেন। দুশমনরা হযরত আনাস (রাঃ)কে উপরের দিকে টানিয়া জমিন হইতে কিছুটা উপরে উঠাইয়া ফেলিল। তাহার ভাই হযরত বারা (রাঃ) দুশমনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। লোকেরা তাহাকে বলিল, তোমার ভাইকে বাঁচাও। তিনি দৌড়াইয়া আসিলেন এবং লাফাইয়া দেয়ালের উপর উঠিয়া সেই গরম শিকলকে ধরিয়া ফেলিলেন। শিকল ঘুরিতেছিল। তিনি শিকল ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং (শিকল গরম হওয়ার দরুন) তাহার হাত হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি (শিকলের) রশি কাটিয়া দিলেন। তারপর হাতের দিকে লক্ষ্য করিলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। (মাজমা')

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ও উহার জন্য দোয়া করা

নবী করীম (সাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি মুমিনদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন না হইত যাহারা আমার পিছনে থাকা

কোনক্রমেই পছন্দ করে না, অথচ আমার নিকট এই পরিমাণ সওয়ারীও থাকে না যে, তাহাদিগকে উহাতে আরোহণ করাইয়া প্রত্যেক সফরে সঙ্গে লইয়া যাই, তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে গমনকারী কোন জামাত হইতে পিছনে থাকিতাম না। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় এবং আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় এবং আবার জীবিত করা হয়। আবার আমাকে শহীদ করা হয়। (বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতএব, তিনি বলেন, তাহার এই বাহির হওয়া যদি একমাত্র আমার রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার উপর ঈমান রাখার ও আমার রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করার কারণে হয় তবে সে আমার দায়িত্বে থাকিবে। হয়ত তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিব, নতুবা আজর ও সওয়াব ও গনীমতের মালসহ তাহাকে তাহার সেই ঘরে ফিরাইয়া দিব যেখান হইতে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় যে কোন যখমপ্রাপ্ত হয় কেয়ামতের দিন উক্ত যখম তেমনি থাকিবে যেমন যখম হওয়ার সময় ছিল। উহার রং তো রক্তবর্ণ হইবে, কিন্তু উহার খুশবু মেশকের ন্যায় হইবে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, (সওয়ারী না পাওয়ার দরুন মদীনায় অবস্থানকারী) মুসলমানদের জন্য আমার জেহাদে যাওয়া যদি কষ্টকর না হইত তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী কোন জামাত হইতে পিছনে থাকিতাম না। কিন্তু (কি করিব) আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, তাহাদিগকে সওয়ারী দিব, আর না তাহাদের ইহার সামর্থ্য আছে, অথচ আমার (সঙ্গে না যাইয়া) পিছনে থাকিয়া যাওয়া

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় যাই, আর আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর আল্লাহর রাস্তায় যাই, আর আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর আবার আল্লাহর রাস্তায় যাই, আর আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

হযরত ওমর (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে বয়ান করিলেন এবং বয়ানের মধ্যে বলিলেন, জান্নাতে আদনের মধ্যে একটি মহল আছে যাহার পাঁচশত দরজা রহিয়াছে। উহার প্রত্যেক দরজায় পাঁচ হাজার করিয়া ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর রহিয়াছে। উহাতে একমাত্র নবী প্রবেশ করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে কবরবাসী, আপনার জন্য মোবারক হউক। তারপর বলিলেন, অথবা উহাতে সিদ্দীক প্রবেশ করিবেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, আপনার জন্য মোবারক হউক। তারপর বলিলেন, অথবা উহাতে শহীদ প্রবেশ করিবে। অতঃপর নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ওমর, তোমার জন্য শাহাদাত কোথা হইতে আসিবে? তারপর বলিলেন, যে আল্লাহ আমাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া মদীনায় হিজরতের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন তিনি এই কুদরত রাখেন যে, শাহাদাতকে টানিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাই হইল, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নিকৃষ্ট মাখলুক অর্থাৎ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর গোলামের হাতে তাঁহাকে শাহাদাত নসীব করিলেন। (তাবারানী)

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই দোয়া করিতেন,

আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তার শাহাদাত ও আপনার রাসূলের শহরে মৃত্যু নসীব করুন।

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি, আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তার শাহাদাত ও আপনার নবীর শহরে মৃত্যু নসীব করুন। হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, এই উভয় জিনিসের সমন্বয় কিভাবে হইবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা চাহিলে এরূপ করিতে পারেন। (ফাতহুল বারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন তাহাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবে না? অতঃপর তাহারা উভয়ে এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ) প্রথমে এই দোয়া করিলেন, হে আমার রব! আমি যখন শত্রুর মোকাবেলায় যাইব তখন আমার মোকাবেলায় শত্রুর এমন এক বাহাদুর ব্যক্তিকে আনিয়া দিবেন, যে প্রচণ্ডবেগে হামলাকারী ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। আমি তাহার উপর হামলা করি, আর সেও আমার উপর হামলা করে। তারপর আমাকে তাহার উপর বিজয়ী করিয়া দিবেন, যেন আমি তাহাকে কতল করিয়া তাহার সমস্ত সামান লইতে পারি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) (এই দোয়ার উপর) আমীন বলিলেন। অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে আমার সহিত শত্রুপক্ষের এমন এক ব্যক্তির মোকাবেলা করাইয়া দিবেন, যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড হামলাকারী হয়। আমি আপনার কারণে তাহার উপর হামলা করি এবং সেও আমার উপর প্রচণ্ড বেগে হামলা করে। অতঃপর সে আমাকে ধরিয়া আমার নাক, কান কাটিয়া ফেলে। তারপর আগামীকাল যখন আপনার সম্মুখে আমি উপস্থিত হইব তখন আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কি কারণে

www.BANGLAKITAB.com

তোমার নাক, কান কাটা হইয়াছিল? তখন আমি বলিব, আপনার ও আপনার রাসূলের কারণে। আপনি বলিবেন, হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ।' হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, হে আমার বেটা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর দোয়া আমার দোয়া অপেক্ষা উত্তম ছিল। সুতরাং আমি দিনের শেষে অর্থাৎ সন্ধ্যায় দেখিলাম, তাহার নাক কান একটি সুতায় গাঁথা রহিয়াছে। (তাবারানী)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, আগামীকাল যখন আমার দুশমনের সহিত মোকাবেলা হইবে তখন যেন সে আমাকে কতল করিয়া আমার পেট চিরিয়া ফেলে এবং আমার নাক কান কাটিয়া ফেলে। তারপর যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার এই অবস্থা কেন হইয়াছে? তখন আমি বলিব (এই সমস্ত কিছু) আপনার জন্য হইয়াছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসমের প্রথমাংশকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন তেমনি উহার শেষাংশকেও অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। (হাকেম)

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 'দুইখানি পুরাতন চাদর পরিধানকারী এমন বহু লোক আছে লোকেরা তাহাদের কোন দাম দেয় না। অথচ তাহারা যদি (কোন ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে কসম দিয়া দেয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কসমকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়া দেন। বারা ইবনে মালেক সেই সকল লোকদের মধ্যে একজন।' সুতরাং তুসতারের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পরাজয় হইতে লাগিলে লোকেরা বলিল, হে বারা! আল্লাহ তায়ালাকে কসম দিয়া (বিজয়ের) দোয়া করুন। অতএব হযরত

বারা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিয়া বলিতেছি যে, দুশমনদের কাঁধগুলি আমাদের হাতে দিয়া দিন এবং আমাকে আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলাইয়া দিন। (অর্থাৎ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিন ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করুন।) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত বারা (রাঃ) সেইদিনই শাহাদাত বরণ করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বহু লোক এমন আছে যাহারা প্রকৃতই দুর্বল, আবার মানুষও তাহাদেরকে দুর্বল মনে করে। দুইখানি পুরাতন চাদরই তাহাদের একমাত্র বস্ত্র হয়। কিন্তু যদি তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে কসম দেয় তবে তিনি তাহাদের কসমকে পূরণ করিয়া দেন। বারা ইবনে মালেক (রাঃ) তাহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং একবার মুশরিকদের সহিত হযরত বারা (রাঃ)এর যুদ্ধ হইল। সেদিন মুশরিকরা মুসলমানদের অনেক ক্ষতি সাধন করিল। মুসলমানগণ হযরত বারা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বারা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আপনি যদি আল্লাহ তায়ালাকে কসম দেন তবে তিনি অবশ্যই তাহা পূরণ করিয়া দিবেন। অতএব আপনি (মুসলমানদেরকে বিজয়দানের জন্য আজ) আপনার রবকে কসম দিন।

হযরত বারা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, দুশমনদের কাঁধগুলি আমাদের হাতে দিয়া দিন। (সুতরাং সেদিনই মুসলমানগণ জয়লাভ করিলেন।) তারপর সূস শহরের পুলের উপর মুশরিকদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইল। সেদিনও মুশরিকরা মুসলমানদের অনেক ক্ষতিসাধন করিল। মুসলমানগণ হযরত বারা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বারা! আপনি আপনার রবকে কসম দিন। তিনি বলিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, দুশমনদের কাঁধগুলি আপনি আমাদের হাতে দিয়া দিন এবং আমাকে আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলাইয়া দিন। সুতরাং

WWW.BANGLAKITAB.COM

মুসলমানগণ মুশরিকদেরকে কতল করিলেন এবং হযরত বারা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করিলেন। (হাকেম)

হযরত হুমামা (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান হিমইয়ারী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে একজন সাহাবীর নাম হুমামা (রাঃ) ছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ইস্পাহানের জেহাদে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! হুমামা এই দাবী করে যে, সে আপনার সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যু)কে অত্যন্ত পছন্দ করে। আয় আল্লাহ! যদি সে (এই দাবীতে) সত্যবাদী হয় তবে তাহার এই সত্যবাদিতার কারণে তাহাকে ইহার হিম্মত ও শক্তি দান করুন (যেন আপনার রাস্তায় শাহাদাত বরণ করিতে পারে)। আর যদি সে (এই দাবীতে) মিথ্যাবাদী হয় তবে যদিও সে উহা অপছন্দ করে তবুও তাহাকে আপনার রাস্তার মৃত্যুদান করুন। অতঃপর বিস্তারিত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে ইহাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, তিনি সেদিন শাহাদাত বরণ করিয়াছেন এবং হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে তিনি শহীদ হইয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এই একই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হুমামা (রাঃ)এর দোয়াতে এই কথাও ছিল যে, যদি হুমামা আপনার সাক্ষাৎ (অর্থাৎ আপনার রাস্তার মৃত্যু)কে অপছন্দ করে তবে তাহার অপছন্দ সত্ত্বেও তাহাকে আপনার রাস্তার মৃত্যু দান করুন। আয় আল্লাহ! হুমামা যেন তাহার এই সফর হইতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে না পারে। সুতরাং এই সফরেই আল্লাহর রাস্তায় তাহার মৃত্যু হইল।

বর্ণনাকারী আফফান কখনও বলিতেন, পেটের পীড়ায় ইস্পাহানে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তাহার ইন্তেকালের পর) হযরত আবূ মূসা (রাঃ)

দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে যাহাকিছু শুনিয়াছি এবং আমরা যতখানি জানি, সেই হিসাবে হযরত হুমামা (রাঃ) শহীদ হইয়াছেন।

হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হুরমুযানের সহিত পরামর্শ করিলেন। (হুরমুযান ইরানের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি রায়, আমি কোথা হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিব? পারস্য হইতে, না আযারবাইজান হইতে, না ইস্পাহান হইতে? হুরমুযান বলিলেন, পারস্য ও আযারবাইজান হইল দুই বাহু, আর ইস্পাহান হইল মাথা। আপনি যদি একটি বাহু কাটিয়া ফেলেন তবে অপরটি কাজ করিতে থাকিবে। আর যদি মাথা কাটিয়া ফেলেন তবে উভয় বাহু অকেজো হইয়া পড়িবে। অতএব মাথা হইতে আরম্ভ করুন।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) নামায পড়িতেছিলেন। তিনি তাহার পার্শ্বে বসিলেন। হযরত নো'মান (রাঃ) নামায শেষ করিলে বলিলেন, আমি তোমাকে একটি কাজের দায়িত্ব দিতে চাই। হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, (খাজনার) মাল জমা করার দায়িত্ব আমি লইতে চাই না। অবশ্য জেহাদের দায়িত্ব লইতে রাজী আছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে জেহাদের দায়িত্বই দিতে চাই। সুতরাং তিনি তাহাকে ইস্পাহানের উদ্দেশ্যে (মুজাহিদদের আমীর বানাইয়া) পাঠাইলেন।

অতঃপর উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুগীরা (রাঃ) হযরত নো'মান (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন। (শত্রুর তীর) লোকদের প্রতি দ্রুত আসিতেছে, অতএব (পাল্টা) হামলা

www.BANGLAKITAB.com

করুন। হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনি অনেক সম্মানিত ব্যক্তি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। তিনি যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেন তবে সূর্য ঢলা পর্যন্ত দেরী করিতেন। তখন বাতাস চলাচল আরম্ভ হয় এবং সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

তারপর হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, আমি তিনবার আমার পতাকা আন্দোলিত করিব। যখন প্রথমবার আন্দোলিত করিব তখন প্রত্যেকেই প্রয়োজন সারিয়া অযূ করিয়া লইবে। দ্বিতীয়বারে প্রত্যেকে নিজের অস্ত্র ও জুতার ফিতার দিকে লক্ষ্য করিবে এবং তাহা ঠিক করিয়া লইবে। তারপর তৃতীয়বারে সকলে একযোগে হামলা করিয়া দিবে এবং কেহ অন্য কাহারো দিকে ফিরিয়া তাকাইবে না। যদি নো'মানও কতল হইয়া যায় তবে তাহার দিকেও কেহ তাকাইবে না। এখন আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিব। তোমাদের প্রত্যেককে আমি উহার উপর আমীন বলার তাকীদ করিতেছি।

(অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন,) আয় আল্লাহ, আজ মুসলমানদের সাহায্যার্থে নো'মানকে শাহাদাত দান করুন এবং মুসলমানদেরকে বিজয় দান করুন। অতঃপর তিনি প্রথমবার তাহার পতাকা আন্দোলিত করিলেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় বার করিলেন। আবার কিছুক্ষণ পর তৃতীয়বার আন্দোলিত করিলেন। তারপর নিজের বর্ম পরিধানকরতঃ আক্রমণ করিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

মা'কেল (রহঃ) বলেন, আমি তাহার নিকট আসিলাম, কিন্তু তাহার তাকীদের কথা স্মরণ হওয়াতে আমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিলাম না। তাহার নিকট একটি চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া গেলাম। আর আমরা যখন কোন দুশমনকে কতল করিতাম তখন তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে উঠাইয়া নেওয়ার কাজে মশগুল হইয়া যাইত। দুশমনদের সর্দার যুলহাজেবাইন আপন খচ্চরের উপর হইতে পড়িয়া গেল এবং তাহার পেট ফাটিয়া গেল।

আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। তারপর আমি হযরত নো'মান (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। আমার নিকট একটি পাত্রে কিছু পানি ছিল। আমি উহা দ্বারা তাহার চেহারার মাটি ধৌত করিয়া দিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, মা'কেল ইবনে ইয়াসার। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানদের কি অবস্থা? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বিজয় দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, এই সংবাদ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লিখিয়া পাঠাও। তারপর তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

হযরত জুবাইর (রাঃ) নেহাওয়ান্দের যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেহাদের সফরে যাইতেন এবং দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেন তখন তাড়াহুড়া করিতেন না, (বরং অপেক্ষা করিতেন এবং) যখন নামাযের সময় হইত এবং বাতাস চলাচল আরম্ভ হইত ও যুদ্ধের জন্য উপযোগী সময় হইত (তখন তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন)। আমি সেই জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিতেছি না।

তারপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই দরখাস্ত করিতেছি যে, আজ আপনি আমার চক্ষুকে এমন বিজয় দ্বারা শীতল করিয়া দিন যাহাতে ইসলামের ইজ্জত হয় এবং কাফেরদের বেইজ্জতি হয়। তারপর আমাকে শাহাদাত দান করিয়া আপনার নিকট উঠাইয়া লউন। লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি রহম করুন। সকলেই আমীন বলিল এবং আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। (তাবারানী)

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ ও কতল হওয়ার আগ্রহ

বদরের যুদ্ধ

সুলাইমান ইবনে বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইলেন তখন হযরত সা'দ ইবনে খাইসামা (রাঃ) ও তাহার পিতা হযরত খাইসামা (রাঃ) উভয়ে তাঁহার সহিত যাওয়ার এরাদা করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার আলোচনা হইলে তিনি বলিলেন, দুইজনের একজন যাইবে, আর (যেহেতু উভয়ের কেহই বিরত হইতে রাজী নয় সেহেতু) উভয়ে লটারী করিয়া লও। হযরত খাইসামা ইবনে হারেস (রাঃ) নিজের ছেলে হযরত সা'দ (রাঃ)কে বলিলেন, এখন তো আমাদের দুইজনের একজনকে থাকিতেই হইবে। অতএব তুমিই তোমার মহিলাদের নিকট থাকিয়া যাও। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু হইলে আমি আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম। আমি তো আমার এই সফরে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখি। সুতরাং উভয়ে লটারী করিলেন এবং উহাতে হযরত সা'দ (রাঃ)এর নাম আসিল। হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরে গেলেন এবং আমর ইবনে আব্দে উদ্দ তাহাকে শহীদ করিল। (হাকেম)

হযরত ওবায়দাহ ইবনে হারেস (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা

মুহাম্মাদ ইবনে আলী হুসাইন (রহঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন যখন ওতবা মোকাবিলার জন্য (মুসলমানদিগকে) আহবান জানাইল তখন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ওলীদ ইবনে ওতবার মোকাবিলার জন্য উঠিলেন। তাহারা উভয়ে সমকক্ষ যুবক ছিল। বর্ণনাকারী হাতের তালু মাটির দিকে উল্টাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, এইভাবে

হযরত আলী (রাঃ) ওলীদকে কতল করিয়া জমিনে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর (কাফেরদের মধ্য হইতে) শাইবা ইবনে রাবীআহ বাহির হইয়া আসিল। তাহার মোকাবেলার জন্য হযরত হামযা (রাঃ) উঠিলেন। ইহারা দুইজনও সমকক্ষ ছিল। বর্ণনাকারী এইবারও পূর্বাপেক্ষা অধিক উঁচা করিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, হযরত হামযা (রাঃ) শাইবাকে এইভাবে কতল করিয়া জমিনে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর (কাফেরদের মধ্য হইতে) ওতবা ইবনে রাবীআহ উঠিল। তাহার মোকাবেলার জন্য হযরত ওবায়দাহ ইবনে হারেস (রাঃ) উঠিলেন। তাহারা উভয়ে এই দুই স্তম্ভের ন্যায় ছিল। উভয়ে একে অপরের উপর তলোয়ারের আঘাত করিল। হযরত ওবায়দা (রাঃ) ওতবাকে তলোয়ার দ্বারা এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহার বাম কাঁধ কাটিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

অতঃপর ওতবা নিকটে আসিয়া হযরত ওবায়দা (রাঃ)এর পায়ের উপর তলোয়ারের আঘাত করিল। ইহাতে হযরত ওবায়দা (রাঃ)এর পায়ের গোছা কাটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত হামযা ও হযরত আলী (রাঃ) উভয়ে ওতবার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে দ্রুত শেষ করিয়া দিলেন। উভয়ে হযরত ওবায়দা (রাঃ)কে উঠাইয়া ছাপড়ার ভিতর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাহার মাথা নিজের পায়ের উপর রাখিলেন এবং তাহার মুখমণ্ডল হইতে ধুলাবালি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, যদি আবু তালেব আমাকে এই অবস্থায় দেখিতেন তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাহার অপেক্ষা আমিই তাহার সেই কবিতার অধিক যোগ্য যাহা তিনি (আপনার শানে) বলিয়াছিলেন,—

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ – وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

অর্থ ঃ 'আমরা ততক্ষণ তাঁহাকে দুশমনের হাতে সোপর্দ করিব না

www.BANGLAKITAB.com

যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্ত্রীপুত্রদের ভুলিয়া তাঁহার চারিপার্শ্বে আহত অবস্থায় ধরাশায়ী হই!'

(অতঃপর বলিলেন,) আমি কি শহীদ নই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তুমি শহীদ এবং আমি তোমার (শাহাদাতের) সাক্ষী। তারপর তিনি ইন্তেকাল করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে 'সাফরা প্রান্তরে দাফন করিলেন এবং তিনি তাহার কবরে নামিলেন। ইতিপূর্বে আর কাহারো কবরে তিনি নামেন নাই। (কানযুল উম্মাল)

যুহরী (রহঃ) বলেন, ওতবা ও ওবায়দা (রাঃ) উভয়ে একে অপরের উপর তলোয়ারের আঘাত করিল এবং প্রত্যেকেই আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুরুতরভাবে আহত করিল। ইহা দেখিয়া হযরত হামযা ও হযরত আলী (রাঃ) উভয়ে ওতবার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা আপন সঙ্গী হযরত ওবায়দা (রাঃ)কে উঠাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন। তাহার পা কাটিয়া গিয়াছিল এবং উহা হইতে মজ্জা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইল তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি শহীদ নই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই তুমি শহীদ। হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, আবু তালেব যদি জীবিত থাকিতেন তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাহার অপেক্ষা আমিই সেই কবিতার অধিক যোগ্য যাহা তিনি (আপনার শানে) বলিয়াছিলেন—

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ - وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

অর্থ ঃ 'আমরা ততক্ষণ তাঁহাকে দুশমনের হাতে সোপর্দ করিব না যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্ত্রীপুত্রদের ভুলিয়া তাঁহার চারিপার্শ্বে আহত হইয়া ধরাশায়ী হই।'

ওহুদের যুদ্ধ

হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার ভাই যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন তাহার ভাইকে বলিলেন, হে আমার ভাই! তুমি আমার বর্ম লইয়া লও। ভাই উত্তরে বলিলেন, আপনি যেমন শহীদ হইতে চান আমিও শহীদ হইতে চাই। সুতরাং তাহারা উভয়েই বর্ম পরিত্যাগ করিলেন।

(তাবারানী)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরিয়া গেল (এবং পরাজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হইল) তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদদের মধ্যে তালাশ করিলাম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাইলাম না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, আল্লাহর কসম, তিনি পলায়ন তো করিতে পারেন না, আর আমি তাঁহাকে শহীদগণের মধ্যেও দেখিতেছি না। অতএব আমার মনে হয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া আপন নবীকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজেই আমার জন্য উত্তম পন্থা এই যে, আমি শত্রুর মোকাবেলা করিতে করিতে শহীদ হইয়া যাই। আমি তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং কাফেরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ইহাতে কাফেররা আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের ঘেরাওয়ের ভিতর দেখিতে পাইলাম।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর ঘটনা

বনু আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রের হযরত কাসেম ইবনে আবদুর

www.BANGLAKITAB.com

রহমান ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলেন। তাহারা উভয়ে আরো কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সহ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বলিলেন, আপনারা কেন বসিয়া আছেন? তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার পর আপনারা জীবিত থাকিয়া কি করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসের উপর প্রাণ দিয়াছেন আপনারাও উহার উপর প্রাণ উৎসর্গ করুন। অতঃপর তিনি কাফেরদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত সাবেত (রাঃ)এর ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার খাতমী (রহঃ) বলেন, হযরত সাবেত ইবনে দাহদাহা (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন সামনের দিক হইতে আসিলেন। মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিন্তিত হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আনসারদের জামাত, আমার নিকট আস, আমার নিকট আস। আমি সাবেত ইবনে দাহদাহা। যদি (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়া থাকেন (তাহাতে কি হইয়াছে) আল্লাহ তায়ালা তো জীবিত আছেন। তাঁহার মৃত্যু নাই। অতএব তোমরা নিজেদের দ্বীন বাঁচাইবার জন্য লড়াই কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে বিজয় দিবেন এবং সাহায্য করিবেন। কয়েকজন আনসারী সাহাবী উঠিয়া তাহার নিকট আসিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সঙ্গে লইয়া কাফেরদের উপর হামলা করিলেন। কাফেরদের অস্ত্রধারী এক মজবুত দল তাহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া গেল। এই দলে কাফেরদের সর্দার খালেদ ইবনে ওলীদ, আমর ইবনে আস, ইকরামা ইবনে আবি জাহল ও যেরার ইবনে খাত্তাব ছিল। পরস্পর প্রচণ্ড যুদ্ধ

হইল। খালেদ ইবনে ওলীদ বর্শা লইয়া হযরত সাবেত ইবনে দাহদাহা (রাঃ)এর উপর আক্রমণ করিল এবং তাহাকে এমনভাবে বর্শা মারিল যে, বর্শা এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া গেল। তিনি শহীদ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাহার সহিত যে কয়জন আনসার ছিলেন তাহারা সকলেই শহীদ হইয়া গেলেন। বলা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ইহারাই সেদিন সর্বশেষ শহীদ হইয়াছেন। (ইস্তিআব)

একজন আনসারীর ঘটনা

হযরত আবু নাজীহ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসারী সাহাবীর নিকট দিয়া গেলেন। আনসারী সাহাবী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। মুহাজির বলিলেন, হে অমুক! তুমি জান কি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন? আনসারী বলিলেন, যদি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়া থাকেন তবে তিনি তো আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি সমাপণ করিয়াছেন।) অতএব তোমরা আপন দ্বীনের হেফাজতের জন্য কাফেরদের সহিত লড়াই করিয়া যাও। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

অর্থ ঃ 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নহেন।'

হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)কে তালাশ করার জন্য পাঠাইলেন এবং আমাকে বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

যদি তুমি তাহাকে দেখ তবে তাহাকে আমার সালাম বলিও এবং তাহাকে বলিও যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি নিজেকে কেমন পাইতেছ? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি (তাহাকে তালাশ করার উদ্দেশ্যে) শহীদদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং যখন তাহাকে পাইলাম তখন তাহার সামান্য নিঃশ্বাস বাকি ছিল। তাহার শরীরে বর্শা তলোয়ার ও তীরের সত্তরটি আঘাত ছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, হে সা'দ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি নিজেকে কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম এবং তোমার প্রতি সালাম। তুমি তাঁহাকে বলিও যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অবস্থা এই যে, আমি জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। আর আমার কাওম আনসারদেরকে বলিয়া দিও, তোমাদের মধ্যে একজনেরও চোখের পাতা নড়াচড়া করা পর্যন্ত অর্থাৎ জীবিত থাকা পর্যন্ত যদি কোন কাফের আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া যায় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই পর্যন্ত বলার পর তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহম করুন।

আবদুর রহমান ইবনে সা'সাআহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে, দেখিয়া আসিয়া আমাকে জানাইবে যে, সা'দ ইবনে রাবীর কি হইয়াছে? রাযিয়াল্লাহু আনহু—বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিও যে, আমি মৃতদের মধ্যে পড়িয়া আছি এবং তাঁহাকে আমার সালাম বলিও এবং তাঁহার নিকট আরজ করিও যে, সা'দ বলিতেছে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের ও সমস্ত উম্মতের পক্ষ হইতে অতি উত্তম বিনিময় দান করুন। (হাকেম)

সাতজন আনসারীর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তাঁহার সহিত সাতজন আনসারী ও একজন কুরাইশী সাহাবী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে পিছনে হটাইয়া দিবে সে জান্নাতে আমার সাথী হইবে। একজন আনসারী সাহাবী আসিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। তারপর মুশরিকরা যখন আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তিনি আবার বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে পিছনে হটাইয়া দিবে সে জান্নাতে আমার সাথী হইবে। (এইভাবে এক এক করিয়া) সাতজন আনসারী শহীদ হইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমরা আমাদের (আনসারী) সাথীদের সহিত ইনসাফ করি নাই। (অর্থাৎ আনসারগণ সাতজন প্রাণ দিলেন, তাহাদের মধ্যে একজনও কুরাইশী হইলেন না। অথবা ইহার অর্থ এই যে, আমাদের সাথীরা আমাদের সহিত ইনসাফ করিল না—অর্থাৎ আমাকে ফেলিয়া তাহারা যুদ্ধের ময়দান হইতে চলিয়া গেল।) (মুসলিম)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে শুধুমাত্র এগারজন আনসারী ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) রহিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। এমন সময় পিছন দিক হইতে মুশরিকরা পৌঁছিয়া গেলে তিনি বলিলেন, ইহাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কেহ নাই কি? হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যেভাবে আছে সেভাবেই থাক। একজন আনসারী বলিলেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুতরাং তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবাদেরকে লইয়া পাহাড়ের আরো উপরে উঠিয়া গেলেন। অতঃপর সেই আনসারী শহীদ হইয়া গেলে কাফেররা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইহাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কোন ব্যক্তি নাই কি? হযরত তালহা (রাঃ) পূর্বের ন্যায় বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন।

একজন আনসারী বলিলেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। সুতরাং তিনি সেই কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি সাহাবাদেরকে লইয়া পাহাড়ের আরো উপরে উঠিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সেই আনসারী সাহাবী শহীদ হইয়া গেলে কাফেররা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবার পূর্বের ন্যায় এরশাদ করিতেন আর হযরত তালহা (রাঃ) বলিতেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে থামাইয়া দিতেন, আর একজন আনসারী কাফেরদের সহিত যুদ্ধের অনুমতি চাহিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দান করিতেন। অতঃপর আনসারী তাহার পূর্বের সঙ্গীদের ন্যায় কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যাইতেন।

এইভাবে অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শুধু হযরত তালহা (রাঃ) অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। মুশরিকরা তাহাদের উভয়কে ঘিরিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাদের সহিত মুকাবেলার জন্য কে আছে? হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি। সুতরাং তিনি একা তাহার পূর্বে সকলের সমপরিমাণ যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে তাহার হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হাছ। (যেমন বাংলা ভাষায় ইস্

বলা হইয়া থাকে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি বিসমিল্লাহ বলিতে তবে ফেরেশতাগণ তোমাকে উপরে উঠাইয়া লইত এবং তোমাকে লইয়া আসমানে ঢুকিয়া পড়িত, আর লোকজন তোমার প্রতি তাকাইয়া থাকিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের উপর উঠিয়া সেখানে সমবেত সাহাবাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ইয়ামান ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদে গেলেন তখন হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর পিতা হযরত ইয়ামান (রাঃ) ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ ইবনে যাউরা (রাঃ) মহিলা ও শিশুদের সহিত দূর্গের ভিতর আশ্রয় লইলেন। ইহারা উভয়ে বৃদ্ধ ছিলেন। ইহাদের একজন অপরজনকে বলিলেন, তোমার পিতা হারাক, আমরা কিসের অপেক্ষা করিতেছি? আল্লাহর কসম, আমাদের উভয়ের আয়ুষ্কাল তো গাধার পিপাসা পরিমাণই বাকি রহিয়াছে। (পশুদের মধ্যে গাধা অতি অল্প সময়ে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে। অর্থাৎ জীবনের অতি অল্প সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে।) আমরা আজ অথবা কাল মরিব। চল আমরা তলোয়ার লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (যুদ্ধে) শরীক হইয়া যাই।

অতএব উভয়ে মুসলমানদের অগোচরে তাহাদের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ (রাঃ)কে তো মুশরিকরা কতল করিয়া দিল। কিন্তু হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর পিতার উপর মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাত পড়িল এবং তাহাকে চিনিতে না পারিয়া কতল করিয়া দিলেন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা, আমার পিতা (তাহাকে কতল করিও না)। কিন্তু (কতলকারী) মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা তাহাকে চিনিতে পারি নাই, আর

WWW.BANGLAKITAB.COM

তাহারা সত্য বলিয়াছেন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে মাফ করুন, তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে তাহার পিতার রক্তপণ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদেরকে উহা মাফ করিয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মর্যাদা আরো বাড়িয়া গেল।

আবু নুআঈম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা উভয়ে (অর্থাৎ হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর পিতা ও হযরত সাবেত (রাঃ)) ইহাও বলিলেন যে, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইয়া মিলিত হই। হয়ত বা আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শাহাদাত দান করিবেন। সুতরাং উভয়ে তলোয়ার লইয়া মুসলমানদের সহিত শামিল হইয়া গেলেন এবং তাহাদের ব্যাপারে কেহই জানিতে পারিল না। রেওয়ায়াতের শেষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, (হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মাফ করিয়া দেওয়াতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার মর্যাদা অনেক বাড়িয়া গেল।

রাজী' এর যুদ্ধ

হযরত আসেম ও হযরত খুবাইব (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের শাহাদাতের ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাতকে (শত্রুর) অবস্থা জানার জন্য পাঠাইলেন এবং হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ)কে এই জামাতের আমীর নিযুক্ত করিলেন। আর (আসেম ইবনে সাবেত) ইনি হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নানা ছিলেন। তাহারা রওয়ানা হইয়া যখন উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি (হাদআত নামক) স্থানে পৌঁছিলেন তখন

লোকেরা হোযাইল গোত্রের বনু লেহইয়ানের নিকট তাহাদের কথা আলোচনা করিল। সুতরাং বনু লেহইয়ানের লোকেরা প্রায় একশত তীরন্দাজ লইয়া এই জামাতের পিছনে রওয়ানা হইল এবং তাহাদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া সেই স্থানে পৌঁছিয়া গেল যেখানে তাহারা অবস্থান করিয়াছিলেন। এই জামাতের লোকেরা মদীনা হইতে যে খেজুর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন উহার দানা বনু লেহইয়ানের লোকেরা সেখানে দেখিতে পাইয়া বলিল, ইহা তো ইয়াসরাবের (অর্থাৎ মদীনার) খেজুর। সুতরাং তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে তাহারা জামাতের নিকট পৌঁছিয়া গেল।

হযরত আসেম (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ পরিস্থিতি আঁচ করিতে পারিয়া ফাদফাদ নামক পাহাড়ে উঠিয়া আশ্রয় লইলেন। বনু লেহইয়ানের লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল এবং বলিল, আমরা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি তোমরা নিচে নামিয়া আস তবে তোমাদের একজনকেও কতল করিব না। হযরত আসেম (রাঃ) বলিলেন, আমি তো কোন কাফেরের অঙ্গীকারে নিচে নামিব না। আয় আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের পক্ষ হইতে সংবাদ জানাইয়া দিন। ইহার পর বনু লেহইয়ান উক্ত জামাতের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল এবং হযরত আসেম (রাঃ)কে তাহার সাতজন সঙ্গীসহ তীর দ্বারা শহীদ করিয়া দিল।

হযরত খুবাইব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ (রাঃ) ও অপর একজন সাহাবী জীবিত রহিলেন। বনু লেহইয়ান পুনরায় তাহাদের সহিত নিজেদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করিল। তাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিয়া তিনজন নিচে নামিয়া আসিলেন। বনু লেহইয়ান যখন তাহাদিগকে নিজেদের আয়ত্তে পাইল তখন তাহারা ধনুকের তার খুলিয়া উহা দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া সাহাবীদের মধ্যে তৃতীয়জন বলিলেন, ইহা তো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিলেন। কাফেররা তাহাকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য

www.BANGLAKITAB.com

অনেক টানাটানি ও চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। অবশেষে তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। হযরত খুবাইব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ (রাঃ)কে মক্কা লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিয়া দিল। হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফলের সন্তানরা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে খরিদ করিয়া লইল। হযরত খুবাইব (রাঃ)ই বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে আমেরকে কতল করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন তাহাদের নিকট বন্দী অবস্থায় রহিলেন। তারপর যখন তাহারা তাহাকে কতল করিবার সিদ্ধান্ত করিল তখন হযরত খুবাইব (রাঃ) হারেসের এক কন্যার নিকট ক্ষৌরকর্মের জন্য ক্ষুর চাহিলে সে তাহাকে ক্ষুর দিল।

হারেসের কন্যা বর্ণনা করিয়াছে যে, আমি বেখেয়াল ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার একটি ছোট ছেলে হাঁটিয়া তাহার নিকট চলিয়া গেল। তিনি তাহাকে নিজের উরুর উপর বসাইয়া লইলেন। আমি তাহার হাতে ক্ষুর ও শিশুটিকে তাহার উরুর উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি কি ভয় করিতেছ যে, আমি এই শিশুটি কতল করিয়া দিব? ইনশাআল্লাহ তায়ালা আমি কখনও এই কাজ করিব না। সেই মেয়েটি বলিত যে, আমি হযরত খুবাইব (রাঃ) হইতে উত্তম বন্দী দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়াছি যে, তিনি আঙ্গুরের গুচ্ছ হইতে আঙ্গুর খাইতেছেন, অথচ তখন মক্কাতে কোন ফল ছিল না, এবং তিনি শিকলে বাঁধা ছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই তাহাকে (গায়েব হইতে) রিযিক দান করিয়াছিলেন।

অতঃপর কাফেররা তাহাকে কতল করার জন্য যখন হারামের বাহিরে লইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়া লই। নামায শেষ করিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমার যদি এই ধারণা না হইত যে, তোমরা মনে করিবে, আমি মৃত্যুকে ভয় করিতেছি, তবে আমি আরো নামায পড়িতাম। কতলের সময় দুই রাকাত নামায আদায়ের সুন্নত সর্বপ্রথম

হযরত খুবাইব (রাঃ)এর দ্বারাই চালু হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহাদের একজনকেও অবশিষ্ট ছাড়িবেন না। তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَ مَا اِنْ اُبَالِیْ حِیْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا – عَلٰی اَیِّ شِقٍّ کَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِیْ

অর্থ ঃ যখন আমি মুসলমান অবস্থায় কতল হইতেছি তখন আমি ইহার কোন পরওয়া করি না যে, আল্লাহর জন্য কতল হইয়া আমি কোন পার্শ্বে ধরাশায়ী হইব।

وَذٰلِكَ فِیْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ یَّشَأْ – یُبَارِكْ عَلٰی اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

অর্থ ঃ আমার এই কতল হওয়া আল্লাহর জন্য হইতেছে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন তবে তিনি আমার শরীরের কর্তিত অংশগুলিতে বরকত দান করিতে পারেন।

অতঃপর ওকবা ইবনে হারেস দাঁড়াইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিল।

হযরত আসেম (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন কোরাইশের একজন বড় সর্দারকে কতল করিয়াছিলেন। কাজেই কোরাইশরা তাহার দেহের কোন অংশ কাটিয়া আনার জন্য কতিপয় লোক পাঠাইল, যাহাতে তাহারা চিনিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাহার দেহের উপর একদল মৌমাছি পাঠাইয়া দিলেন। উহারা তাহাদিগকে তাহার কাছেই আসিতে দিল না। সুতরাং তাহার দেহ হইতে কিছুই তাহারা কাটিয়া নিতে পারিল না।
(বোখারী)

হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের পর আদাল ও কারাহ গোত্রের এক দল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব আপনার সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে কয়েকজনকে আমাদের সঙ্গে দিন যাহারা তাহাদিগকে দ্বীনের কথা বুঝাইবে, কোরআন শিক্ষা দিবে এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদের সহিত আপন সাহাবাদের মধ্য হইতে ছয়জনকে পাঠাইয়া দিলেন। বর্ণনাকারী উক্ত ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছয়জন উক্ত দলের সহিত রওয়ানা হইলেন।

যখন তাহারা হেজাজের এক প্রান্তে হাদা' এলাকার সুখে হুযাইল গোত্রের একটি ঝর্ণার নিকট রাজী' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন উক্ত দলের লোকেরা সাহাবাদের এই জামাতের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং তাহারা হুযাইল গোত্রকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনিল। সাহাবা (রাঃ) নিজেদের অবস্থান স্থলে (নিশ্চিন্ত মনে) ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তলোয়ার হাতে বহু লোক তাহাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিলে তাহারা ঘাবড়াইয়া গেলেন। সাহাবা (রাঃ)ও মুকাবিলার জন্য নিজেদের তলোয়ার হাতে লইলেন। কাফেররা বলিল, খোদার কসম, তোমাদেরকে কতল করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই, বরং আমরা তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীর নিকট হইতে কিছু মালদৌলত হাসিল করিতে চাই। আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমরা তোমাদেরকে কতল করিব না। হযরত মারছাদ, হযরত খালেদ ইবনে বুকাইর ও হযরত আসেম (রাঃ) বলিলেন, আমরা কখনও কোন মুশরিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিব না।

হযরত আসেম (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

مَا عِلَّتِيْ وَاَنَا جَلْدٌ نَابِلٌ - وَالْقَوْسُ فِيْهَا وَتَرٌ عُنَابِلٌ

অর্থ ঃ আমি অসুস্থ নই, বরং আমি তো শক্তিশালী তীরন্দাজ এবং আমার ধনুকে মজবুত তার লাগানো রহিয়াছে।

تَـزِلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ - اَلْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُ

অর্থ ঃ দীর্ঘ ও চওড়া ফলক বিশিষ্ট তীর সেই ধনুক হইতে পিছলাইয়া যায় (অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত হয়), মৃত্যু সত্য আর জীবন বাতিল (অর্থাৎ অস্থায়ী)।

وَكُلُّ مَا حَمَّ الْاِلٰهُ نَازِلٌ - بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ اِلَيْهِ اٰئِلٌ
اِنْ لَّمْ اُقَاتِلْكُمْ فَاُمِّيْ هَابِلٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা যাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা মানুষের জীবনে ঘটিবেই এবং মানুষ তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে। আমি যদি তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করি তবে আমার মাতা যেন আমাকে হারায় (অর্থাৎ আমি মরিয়া যাই)।

হযরত আসেম (রাঃ) এই কবিতাও আবৃত্তি করিলেন—

اَبُوْ سُلَيْمَانَ وَرِيْشُ الْمُقْعَدِ - وَ ضَالَّةٌ مِثْلُ الْجَحِيْمِ الْمُوْقَدِ

অর্থ ঃ আমি আবু সুলাইমান এবং আমার নিকট তীর প্রস্তুতকারক—মুকআদের তীর রহিয়াছে এবং আমার নিকট প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায় ধনুক রহিয়াছে।

اِذَا النَّوَاجِيْ افْتَرَشَتْ لَمْ اَرْعَدِ - وَمِجْنَأٌ مِنْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَجْرَدِ
وَ مُؤْمِنٌ بِمَا عَلٰى مُحَمَّدِ

অর্থ ঃ বাহাদুর ব্যক্তি যখন দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া আসে তখন আমি (ভয়ে) কম্পিত হই না, আর আমার নিকট কম পশমযুক্ত ষাঁড়ের চামড়ার ঢাল রহিয়াছে। আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর (আসমান হইতে) যাহা নাযিল হইয়াছে আমি উহার উপর ঈমান রাখি।

তিনি এই কবিতাও আবৃত্তি করিলেন—

اَبُوْ سُلَيْمَانَ وَ مِثْلِيْ رَامِيْ - وَكَانَ قَوْمِيْ مَعْشَرًا كِرَامًا

অর্থ ঃ আমি আবু সালাইমান, আমার ন্যায় বাহাদুরই তীর চালনা করিয়া থাকে, এবং আমার কাওম অত্যন্ত সম্মানিত কাওম।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত আসেম (রাঃ) সেই কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন এবং তাহার

www.BANGLAKITAB.com

সঙ্গীদ্বয়ও শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত আসেম (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাহার মাথা কাটিয়া নিয়া সুলাফা বিনতে সা'দ ইবনে শুহাইদের নিকট বিক্রয় করিতে চাহিল। কারণ হযরত আসেম (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে সুলাফার ছেলেকে কতল করিয়াছিলেন। সুলাফা মান্নত করিয়াছিল যে, যদি সে হযরত আসেম (রাঃ)এর মাথা হস্তগত করিতে পারে তবে তাহার মাথার খুলিতে মদপান করিবে। সুতরাং (হুযাইল গোত্রের লোকেরা যখন হযরত আসেম (রাঃ)এর মাথা কাটিয়া নিতে চাহিল তখন আল্লাহ তায়ালা এক ঝাঁক মৌমাছি তাহার উপর প্রেরণ করিলেন)। মৌমাছির ঝাঁক (তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইল এবং) হুযাইলের লোকদেরকে তাহার নিকট আসিতে দিল না। যখন এই মৌমাছির ঝাঁক তাহাদের ও হযরত আসেম (রাঃ)এর মাঝে বাধা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহারা বলিল, থাক, সন্ধ্যায় যখন মৌমাছি চলিয়া যাইবে তখন কাটিয়া লইব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সন্ধ্যার সময় বৃষ্টির পানির এমন ঢল পাঠাইলেন যে, তাহার লাশকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

হযরত আসেম (রাঃ) পূর্বে আল্লাহ তায়ালার সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মুশরিক যেহেতু নাপাক সেহেতু কোন মুশরিক যেন তাহাকে কখনও স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে কখনও স্পর্শ করিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা জানিতে পারার পর যে, মৌমাছি কাফেরদেরকে তাহার নিকট আসিতে দেয় নাই, প্রায় বলিতেন। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে হেফাজত করিয়া থাকেন। হযরত আসেম (রাঃ) তো এই মান্নত করিয়াছিলেন যে, জীবন থাকিতে কোন মুশরিক তাহাকে স্পষ্ট করিবে না এবং তিনিও কোন মুশরিককে স্পর্শ করিবেন না, সুতরাং তিনি যেমন নিজের জীবনে মুশরিক হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছেন তেমনি আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পর উহা হইতে তাহাকে হেফাজত করিয়াছেন।

বাকি রহিলেন হযরত খুবাইব, হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ)। ইহারা নরম হইয়া গেলেন এবং

জীবিত থাকাকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং নিজেদেরকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করিলেন। কাফেররা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মক্কায় বিক্রয়ের জন্য লইয়া চলিল। তাহারা যখন যাহরান নামক স্থানে পৌছিল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ) কোন প্রকারে নিজের হাতের বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজের তলোয়ার ধারণ করিলেন। কাফেররা তাহার নিকট হইতে পিছনে সরিয়া গেল এবং তাহাকে পাথর মারিতে লাগিল। অবশেষে পাথর মারিয়া মারিয়া তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। যাহরানে তাহার কবর রহিয়াছে। কাফেররা হযরত খুবাইব ও হযরত যায়েদ (রাঃ)কে লইয়া মক্কায় আসিল।

হুযাইলের দুই ব্যক্তি মক্কায় বন্দী ছিল। এই দুই বন্দীর বিনিময়ে তাহারা দুইজনকে কোরাইশের নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। হযরত খুবাইব (রাঃ)কে হুজাইর ইবনে আবি ইহাব তামীমী খরিদ করিল এবং হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)কে যাকওয়ান ইবনে উমাইয়া তাহার পিতার প্রতিশোধ হিসাবে কতল করার জন্য খরিদ করিল। সফওয়ান তাহার নাসতাস নামী গোলামের সহিত তাহাকে তানঈমে পাঠাইয়া দিল এবং তাহাকে কতল করার জন্য মক্কার হারামের বাহিরে লইয়া আসিল। কোরাইশের বহুলোক সেখানে সমবেত হইল। তাহাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও ছিল। যখন কতল করার জন্য তাহাকে সামনে আনা হইল তখন আবু সুফিয়ান বলিল, হে যায়েদ, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখন আমাদের নিকট হন, আমরা তোমার পরিবর্তে তাঁহার গর্দান উড়াইয়া দেই, আর তুমি নিজের পরিবার পরিজনের নিকট থাক?

হযরত যায়েদ (রাঃ) জবাবে বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইহা ও পছন্দ করি না যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানেই কোন কাঁটা বিঁধার কারণে তাঁহার কষ্ট হয় আর আমি আপন পরিবারের নিকট বসিয়া থাকি। আবু সুফিয়ান

www.BANGLAKITAB.com

বলিল, কেহ কাহাকেও এরূপ মহব্বত করিতে দেখি নাই যেরূপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করে। অতঃপর নাসতাস তাহাকে কতল করিয়া দিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবি নাজীহ বলিয়াছেন, তাহার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হুজাইর ইবনে আবি ইহাবের দাসী মারিয়া—যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হযরত খুবাইব (রাঃ)কে আমার নিকট আমার ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। একদিন আমি উঁকি দিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে মানুষের মাথার ন্যায় বড় একটি আঙ্গুরের ছড়া। তিনি উহা হইতে খাইতেছিলেন। অথচ আমার জানামতে সেই সময় আল্লাহর জমিনে কোথাও খাওয়ার উপযুক্ত আঙ্গুর ছিল না। (বোখারী)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আসেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি নাজীহ বলেন, মারিয়া বলিয়াছেন যে, কতলের সময় নিকটবর্তী হইলে হযরত খুবাইব (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আমাকে একটি ক্ষুর দাও যাহাতে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া কতল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আমি গোত্রের একটি ছেলেকে ক্ষুর দিয়া বলিলাম, এই ঘরে যাইয়া লোকটিকে ক্ষুর দিয়া আস। মারিয়া বলেন, আল্লাহর কসম, যেই ছেলেটি ক্ষুর লইয়া তাহার নিকট গেলে আমি মনে মনে বলিলাম, হায় আমি একি করিলাম! আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি তো নিজের খুনের বদলা পাইয়া গেল। সে এই ছেলেকে কতল করিয়া নিজের খুনের প্রতিশোধ লইয়া লইবে। এইভাবে একজনের বদলা একজন কতল হইয়া যাইবে। যখন ছেলেটি তাহাকে ক্ষুর দিল তিনি তাহার হাত হইতে ক্ষুর লইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, তোমার জীবনের কসম, যখন তোমার মা এই ক্ষুর দিয়া তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছে তখন কি তাহার একটুও ভয় হয় নাই যে, আমি তোমাকে ধোকা দিয়া কতল করিয়া দিব? অতঃপর ছেলেকে ছাড়িয়া

দিলেন। ইবনে হিশাম বলেন, বলা হয় যে, এই ছেলে মারিয়ার আপন ছেলে ছিল।

আসেম বলেন, অতঃপর কাফেররা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে বাহির করিয়া আনিল এবং যখন তাহাকে শূলে চড়াইবার জন্য তানঈমে লইয়া আসিল তখন তিনি কাফেরদেরকে বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিতে পার। তাহারা বলিল, ঠিক আছে, নামায পড়িয়া লও। তিনি অতি উত্তমরূপে পরিপূর্ণভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর কাফেরদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, যদি আমার মনে এই কথা না আসিত যে, তোমরা মনে করিবে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করিতেছি, তবে আমি আরো নামায পড়িতাম। মুসলমানদের জন্য কতলের সময় দুই রাকাত নামায আদায়ের সুন্নত সর্বপ্রথম হযরত খুবাইব (রাঃ)ই চালু করিলেন।

তারপর কাফেররা তাহাকে শূলের কাঠের উপর চড়াইল। যখন তাহাকে কাঠের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল তখন তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আমাদের সহিত যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা কাল আপনি আপনার রাসূলকে জানাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি এই বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহাদের কাহাকেও রেহাই দিবেন না, ইহাদেরকে এক একজন করিয়া কতল করিয়া দিবেন এবং ইহাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতঃপর কাফেররা তাহাকে কতল করিয়া দিল। হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিতেন, আমিও সেদিন অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে আমার পিতা আবু সুফিয়ানের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতাকে দেখিয়াছি, তিনি হযরত খুবাইব (রাঃ)এর বদদোয়ার ভয়ে আমাকে মাটির উপর শোয়াইয়া দিতেছিলেন। কারণ তখনকার দিনে লোকেরা বলিত, যাহার বিরুদ্ধে বদদোয়া করা হয় সে যদি তৎক্ষণাৎ মাটির উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়ে তবে তাহার উপর হইতে বদদোয়ার

www.BANGLAKITAB.com

প্রভাব পিছলাইয়া সরিয়া যায়।

মূসা ইবনে ওকবার মাগাযী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত খুবাইব ও হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)কে একই দিনে শহীদ করা হইয়াছে এবং সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনা গিয়াছে, 'ওয়া আলাইকুমা অথবা ওয়া আলাইকাস সালাম! খুবাইবকে কোরাইশগণ কতল করিয়া দিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, কাফেররা যখন হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)কে শূলে চড়াইল তখন তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইবার জন্য তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহাতে তাহার ঈমান ও তাসলীম আরো বৃদ্ধি পাইয়া গেল।

ওরওয়া ও মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, কাফেররা যখন হযরত খুবাইব (রাঃ)কে শূলে চড়াইল তখন তাহারা উচ্চস্বরে হযরত খুবাইব (রাঃ)কে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার স্থলে হন (আর তাঁহাকে তোমার পরিবর্তে শূলে দেওয়া হয়)? হযরত খুবাইব (রাঃ) বলিলেন, না, আজমত ওয়ালা আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না যে, আমার পরিবর্তে তাঁহার পায়ে একটি কাঁটাও বিধুঁক। ইহা শুনিয়া কাফেররা হাসিতে লাগিল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) এই কথাগুলি হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)এর ঘটনায় উল্লেখ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

শাহাদাতের সময় হযরত খুবাইব (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি

তাবারানী হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হইতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, বদর যুদ্ধে যে সমস্ত মুশরিক কতল হইয়াছিল তাহাদের সন্তানরা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে কতল করিয়াছে। মুশরিকরা যখন কতল করার জন্য তাহার প্রতি অস্ত্র তাক

করিল তখন উচ্চস্বরে তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার স্থলে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হন? তিনি বলিলেন, না, আজমত ওয়ালা আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না যে, আমার পরিবর্তে তাঁহার পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক। ইহা শুনিয়া কাফেররা হাসিতে লাগিল। যখন মুশরিকরা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে শূলে চড়াইতে লাগিল তখন তিনি এই কবিতাগুলি আবৃত্তি করিলেন—

لَقَدْ جَمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِىْ وَاَلَبُّوا - قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ

আমার চারিপার্শ্বে কাফেরদের দল সমবেত হইয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকেও সমবেত করিয়াছে এবং এদিক সেদিকের সমস্ত লোক পরিপূর্ণভাবে একত্রিত হইয়াছে।

وَقَدْ جَمَعُوا اَبْنَاءَ هُمْ وَنِسَاءَ هُمْ - وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُمَنَّعِ

তাহারা নিজেদের স্ত্রীপুত্রদেরকেও একত্রিত করিয়াছে, আর আমাকে (শূলে চড়াইবার জন্য) একটি লম্বা ও মজবুত খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হইয়াছে।

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْ غُرْبَتِىْ ثُمَّ كُرْبَتِىْ - وَمَا اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِىْ عِنْدَ مَصْرَعِىْ

আমার স্বদেশ হইতে দূরে অবস্থান ও দুঃখ-দুর্দশা, আর এই শত্রুদল বধ্যভূমিতে আমার জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, উহার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই নিকট করিতেছি।

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِىْ عَلٰى مَا يُرَادُ بِىْ - فَقَدْ بَضَّعُوْا لَحْمِىْ وَقَدْ بَانَ مَطْمَعِىْ

হে আরশের মালিক! আমাকে যে কতল করিতে চাহিতেছে উহার উপর আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করুন, ইহারা আমার গোশত কাটিয়া ফেলিয়াছে, আর আমার সমস্ত আশা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَأْ - يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

www.BANGLAKITAB.com

আর এই সবকিছু আল্লাহ তায়ালার সত্তার জন্য (আমার সহিত করা) হইতেছে, আর যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন তবে তিনি আমার দেহের কর্তিত অংশগুলিতে বরকত দান করিতে পারেন।

لَعَمْرِىْ مَا اَحْفِلُ اِذَا مِتُّ مُسْلِمًا - عَلٰى اَىِّ حَالٍ كَانَ لِلّٰهِ مَضْجَعِىْ

আমার জীবনের কসম, আমি যখন মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতেছি তখন আমি ইহার কোন পরওয়া করি না যে, কি অবস্থায় আমি আল্লাহর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেছি।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) এই সমস্ত কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম কবিতার পর এই কবিতা অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন—

وَكُلُّهُمْ مُبْدِى الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ - عَلَىَّ لِاَنِّىْ فِىْ وَثَاقٍ بِمَضْيَعٍ

আর ইহারা সকলে শত্রুতা প্রকাশ করিতেছে এবং আমার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে, কারণ আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছি।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) পঞ্চম কবিতার পর এই কবিতাগুলিও উল্লেখ করিয়াছেন—

وَقَدْ خَيَّرُوْنِى الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ - وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعٍ

তাহারা আমাকে কুফর ও মৃত্যুর মধ্যে এখতিয়ার দিয়াছে অথচ মৃত্যু কুফর হইতে উত্তম। আমার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, তবে ইহা কোন ভয়–ভীতির কারণে নয়।

وَمَا بِىْ حِذَارُ الْمَوْتِ اِنِّىْ لَمَيِّتٌ - وَلٰكِنْ حِذَارِىْ جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعٍ

মৃত্যুর ভয় আমার নাই, কারণ আমাকে মরিতেই হইবে, কিন্তু আমি লেপটাইয়া ধরে যে এমন অগ্নিশিখার লেপটাইয়া ধরাকে ভয় করিতেছি।

فَوَاللّٰهِ مَا اَرْجُوْ اِذَا مِتُّ مُسْلِمًا - عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَضْجَعِىْ

আল্লাহর কসম, যখন আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতেছি,

তখন আমি এই ভয় করি না যে, আমাকে আল্লাহর জন্য কোন পার্শ্বে ধরাশায়ী হইতে হইবে।

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِّلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا - وَلَا جَزْعًا اِنِّىْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِىْ

আমি শত্রুর সম্মুখে বিনয় ও অস্থিরতা প্রকাশ করিব না, কারণ আমাকে তো আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। (বিদায়াহ)

বীরে মাউনার যুদ্ধ

হযরত মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, বর্শা খেলায় দক্ষ আবু বারা আমের ইবনে মালেক ইবনে জা'ফর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনায় আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট ইসলাম পেশ করিলেন এবং তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করিল না এবং ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছাও প্রকাশ করিল না। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আপনার কয়েকজন সাহাবাকে নাজদবাসীদের নিকট পাঠাইয়া দেন, আর তাহারা আপনার দ্বীনের দিকে তাহাদিগকে দাওয়াত দেয় তবে আমি আশা করি তাহারা আপনার কথা মানিয়া লইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নাজদবাসীদের পক্ষ হইতে আমি আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করি। আবু বারা বলিল, আমি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দিলাম। অতএব আপনি তাহাদিগকে প্রেরণ করুন যাহাতে তাহারা লোকদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সায়েদাহ গোত্রের মুনযির ইবনে আমর সহ যাহার উপাধি 'আলমু'নিকু লিয়ামূত' (অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতি দ্রুত অগ্রগামী) ছিল, আপন সাহাবাদের মধ্য হইতে সত্তরজন বিশিষ্ট মুসলমানকে প্রেরণ করিলেন।

WWW.BANGLAKITAB.COM

যাহাদের মধ্যে হযরত হারেস ইবনে সিম্মাহ, বনু আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের হযরত হারাম ইবনে মিলহান, হযরত ওরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সাল্‌ত সুলামী, হযরত নাফে' ইবনে বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযাঈ, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ (রাঃ) ও আরো অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমানগণও ছিলেন। তাহারা মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌছিলেন। ইহা বনূ আমেরের এলাকা ও বনূ সুলাইমের প্রস্তরময় ময়দানের মধ্যবর্তী একটি কুয়ার নাম। সেখানে পৌছার পর তাহারা হযরত হারাম ইবনে মিলহান (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি দিয়া আমের ইবনে তোফায়েলের নিকট পাঠাইলেন। হযরত হারাম (রাঃ) আমেরের নিকট পৌছিলে সে চিঠির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিল না, বরং হযরত হারাম (রাঃ)এর উপর আক্রমণ করিল এবং তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। তারপর সে সাহাবা (রাঃ)দের বিরুদ্ধে (আপন গোত্র) বনূ আমেরের নিকট সাহায্য চাহিল। কিন্তু বনূ আমের তাহার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করিল এবং তাহারা বলিল, আবু বারা যেহেতু এই মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দিয়াছে এবং তাহাদের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে সেহেতু আমরা তাহার অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করিতে পারি না।

অতঃপর আমের সাহাবাদের বিরুদ্ধে বনূ সুলাইম, উসাইয়াহ, রে'ল্ ও যাকওয়ান গোত্রসমূহের নিকট সাহায্য চাহিল। তাহারা এই কাজে সাড়া দিল। সুতরাং এই সমস্ত গোত্রসমূহ এক জোট হইয়া আসিল এবং মুসলমানদের অবস্থানস্থলকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। মুসলমানগণ গোত্রসমূহকে দেখিয়া নিজেদের তলোয়ার ধারণ করিলেন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সকলেই শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রহমত নাযিল করুন। একমাত্র বনূ দীনার ইবনে নাজ্জারের হযরত কা'ব ইবনে যায়েদ (রাঃ) জীবিত রহিলেন। কাফেররা তাহার দেহে সামান্য প্রাণ বাকী থাকা অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরে তাহাকে শহীদদের মধ্য হইতে উঠাইয়া

আনা হয় এবং তিনি বাঁচিয়া যান। পরবর্তীতে খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ) ও বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ)—এই দুইজন মুসলমানদের পশু চরাইবার জন্য গিয়াছিলেন। তাহারা মুসলমানদের অবস্থানস্থলে (মৃতভোজী) পাখী উড়িতে দেখিয়া মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার কথা বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তাহারা উভয়ে বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই পাখীদের আকাশে উড়ার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ রহিয়াছে। উভয়ে দেখার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত মুসলমান রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং যে সমস্ত ঘোড়সওয়াররা তাহাদিগকে কতল করিয়াছে তাহারা সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া আনসারী সাহাবী হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কি রায়? হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আমরা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনার সংবাদ দেই। আনসারী বলিলেন, আমি তো নিজের জান বাঁচাইবার জন্য এমন জায়গা ছাড়িতে পারি না যেখানে হযরত মুনযির ইবনে আমর (রাঃ) (এর মত মানুষ)কে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমি জীবিত থাকিয়া লোকদের নিকট হইতে তাহার শাহাদাতের সংবাদ শুনিতে চাই না। এই বলিয়া তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। কাফেররা হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে বন্দী করিল। তিনি যখন তাহাদের নিকট নিজেকে মুদার গোত্রীয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন তখন আমের ইবনে তোফায়েল তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল। আমেরের মা একটি গোলাম আযাদ করার মান্নত করিয়াছিল। তাহার মায়ের পক্ষ হইতে সেই মান্নত পূরণ করার উদ্দেশ্যে হযরত আমের (রাঃ)এর কপালের চুল কাটিয়া মুক্ত করিয়া দিল। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর ভাই হযরত হারাম (রাঃ)কে সত্তরজন আরোহীর এক জামাতের সহিত প্রেরণ করিলেন। (উক্ত এলাকার) মুশরিকদের সর্দার আমের ইবনে তোফায়েল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, গ্রামের অধিবাসীগণ আপনার অধীন থাকিবে আর শহরের অধিবাসীগণ আমার অধীন থাকিবে, আর না হয় আপনার পর আমাকে আপনার খলীফা নিযুক্ত করিবেন। নতুবা আমি গাতফান গোত্রের হাজার হাজার সৈন্য লইয়া আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমের উম্মে ফুলান নামক এক মহিলার ঘরে অবস্থান করিতেছিল, এমতাবস্থায় সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইল এবং বলিল, অমুক খান্দানের এক মহিলার ঘরে উটের ফোঁড়ার ন্যায় আমার প্লেগ রোগের ফোঁড়া হইয়াছে। (সফর অবস্থায় সাধারণ এক মহিলার ঘরে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণকে নিজের জন্য অপমানকর মনে করিয়া বলিল,) আমার ঘোড়া আন। অতঃপর (ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইল এবং) ঘোড়ার পিঠেই তাহার মৃত্যু হইল।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর ভাই হযরত হারাম (রাঃ) ও একজন খোঁড়া সাহাবী ও অমুক গোত্রের এক ব্যক্তি—ইহারা তিনজন চলিলেন। হযরত হারাম (রাঃ) তাহার উভয় সঙ্গীকে বলিলেন, আমি তাহাদের নিকট যাইতেছি, আর তোমরা দুইজন নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান কর। যদি তাহারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় তবে তোমরা তো নিকটেই আছ, আর যদি তাহারা আমাকে কতল করিয়া দেয় তবে তোমরা আপন সঙ্গীদের নিকট চলিয়া যাইবে। অতঃপর হযরত হারাম (রাঃ) সেখানে যাইয়া লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য নিরাপত্তা দিবে? তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাহারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করিল, আর সে পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে বর্শা মারিল। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার ধারণা হয় যে, রেওয়ায়াতের পরবর্তী

কথাগুলি এরূপ ছিল যে, উক্ত ব্যক্তি এমনভাবে বর্শা মারিল যাহা এপার ওপার হইয়া গেল। এমতাবস্থায় হযরত হারাম (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, 'আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি।' ইহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী মুসলমানদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। অতঃপর খোঁড়া সাহাবী ব্যতীত বাকি সমস্ত মুসলমানকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল। এই খোঁড়া সাহাবী একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই সকল শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীতে মানসুখ বা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

اِنَّا لَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রবের সহিত মিলিত হইয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশদিন পর্যন্ত রে'ল, যাকওয়া, বনু লেহইয়ান ও উসাইয়াহ গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে।

বোখারীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তাহার মামা হযরত হারাম ইবনে মিলহান (রাঃ)কে যখন বীরে মাউনার ঘটনার দিন বর্শা মারা হইল তখন তিনি নিজের রক্ত লইয়া আপন মুখমণ্ডল ও মাথার উপর ছিটাইতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়া গিয়াছি।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হযরত হারাম (রাঃ)কে বর্শা মারিয়াছিল তাহার নাম হইল জাব্বার ইবনে সুলমা কিলাবী। জাব্বার (হযরত হারাম (রাঃ)এর কথা শুনিয়া) জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি সফলকাম হইয়া গিয়াছি' এই কথার কি অর্থ? লোকেরা তাহাকে বলিল, ইহা

www.BANGLAKITAB.com

বেহেশত পাওয়ার সফলতা। অতঃপর জাব্বার বলিল, আল্লাহর কসম, সে সত্য বলিয়াছে। পরবর্তীতে জাব্বার এই কারণেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (বিদায়াহ)

মূতার যুদ্ধ

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের অষ্টম বৎসর জুমাদিউল উলা মাসে মূতার দিকে একটি লশকর প্রেরণ করিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) যদি শহীদ হইয়া যান তবে হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আমীর হইবেন। যদি যদি তিনিও শহীদ হইয়া যান তবে লোকদের আমীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) হইবেন। লোকজন সফরের জন্য প্রস্তুতি শেষ করিয়া রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। এই লশকরের সংখ্যা তিন হাজার ছিল। যখন তাহারা মদীনা হইতে রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন মদীনার লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত আমীরদেরকে বিদায় জানাইল এবং সালাম করিল। বিদায়ের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে ইবনে রাওয়াহা! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, আল্লাহর কসম, আমার অন্তরে না দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রহিয়াছে, আর না তোমাদের সহিত কোন গভীর সম্পর্ক। বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি যাহাতে দোযখের আগুনের উল্লেখ রহিয়াছে—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে সেখানে পৌছিবে না, ইহা আপনার পরওয়ার দিগারের অনিবার্য ফয়সালা।'

এখন আমার জানা নাই সেই আগুনের ভিতর পৌছিবার পর কিভাবে বাহির হইব। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সঙ্গী হউন এবং কষ্ট পেরেশানীকে আপনাদের নিকট হইতে দূর করেন আর আপনাদেরকে আমাদের নিকট সহী সালামত ফিরাইয়া আনেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

لٰكِنَّنِىْ اَسْاَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً - وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

কিন্তু আমি তো রহমান (আল্লাহ তায়ালা)এর নিকট গুনাহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তলোয়ারের এমন প্রশস্ত আঘাত কামনা করি যাহাতে খুব ফেনাযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়।

اَوْ طَعْنَةً بِيَدَىْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً - بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

অথবা কোন তৃষ্ণার্ত দুশমনের হাতে বর্শার এমন আঘাত যাহা আমার জীবনলীলা খতম করিয়া দেয় এবং এমন আঘাত যাহা আমার নাড়ীভুঁড়ি ও কলিজা ছিদ্র করিয়া পার হইয়া যায়।

حَتّٰى يُقَالَ اِذَا مَرُّوا عَلٰى جَدَثِىْ - اَرْشَدَهُ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

যেন লোকজন আমার কবরের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলে যে, আল্লাহ তায়ালা এই গাজীকে হেদায়াত দান করুন, আর সে তো হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল।

অতঃপর যখন লোকজন রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে বিদায় জানাইলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ حَسَنٍ - تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْرًا كَالَّذِىْ نُصِرُوْا

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যত কল্যাণ দান করিয়াছেন উহাকে এমনভাবে বাকি রাখেন যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দৃঢ়পদ

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাখিয়াছিলেন এবং আপনাকে এমন সাহায্য করেন যেমন তাহাদিগকে করিয়াছিলেন।

اِنِّىْ تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ نَافِلَةً - اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ ثَابِتُ الْبَصَرِ

আমি আপনার মধ্যে কল্যাণের ক্রমবর্ধন দেখিতেছি, আর আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি।

اَنْتَ الرَّسُوْلُ فَمَنْ يُّحْرَمْ نَوَافِلَهٗ-وَالْوَجْهَ مِنْهُ فَقَدْ اَزْرٰى بِهِ الْقَدَرُ

আপনি রাসূল, যে ব্যক্তি আপনার দান ও বিশেষ মনোযোগ হইতে বঞ্চিত হইল প্রকৃতই তাহার ভাগ্য খারাপ।

তারপর লশকর রওয়ানা হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে (মদীনার) বাহিরে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

خَلَفَ السَّلَامُ عَلٰى امْرِئٍ وَدَّعْتُهٗ-فِىْ النَّخْلِ خَيْرَ مُشَيِّعٍ وَخَلِيْلِ

সালাম হউক সেই মহান ব্যক্তির উপর যাহাকে আমি খেজুর বাগানের ভিতর বিদায় জানাইয়াছি। তিনি অতি উত্তম বিদায়দানকারী ও অতি উত্তম বন্ধু।

অতঃপর এই বাহিনী রওয়ানা হইল এবং সিরিয়ার মাআন নামক শহরে পৌঁছিয়া ছাউনী স্থাপন করিল। মুসলমানগণ জানিতে পারিলেন যে, হেরাকল এক লক্ষ সৈন্য লইয়া সিরিয়ার বালকা এলাকায় মাআব শহরে অবস্থান করিতেছে এবং লাখ্ম, জুযাম, কাইন, বাহযা ও বালি গোত্রসমূহের এক লক্ষ সৈন্য হেরাকলের নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহাদের সর্দার বালি গোত্রীয় এরাশা বংশের এক ব্যক্তি, যাহার নাম মালেক ইবনে যাফেলা। মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া মাআন শহরে দুই রাত্র অবস্থান করতঃ এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তাহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শত্রুসংখ্যা জানাইয়া চিঠি লিখি। তারপর তিনি হয় আমাদিগকে আরো লোকজন দিয়া সাহায্য করিবেন, অথবা তিনি যাহা হুকুম করিবেন আমরা তাহা পালন করিব।

এই কথার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) লোকদেরকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, হে আমার কাওম, যে শাহাদাৎকে তোমরা অপছন্দ করিতেছ প্রকৃতপক্ষে তোমরা সেই শাহাদাতের তালাশেই বাহির হইয়াছ। আমরা তো সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের উপর ভিত্তি করিয়া লোকদের সহিত যুদ্ধ করি না, বরং আমরা তো সেই দ্বীনের উপর ভিত্তি করিয়া যুদ্ধ করি যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে সম্মান দান করিয়াছেন। সুতরাং চল, দুই কল্যাণের একটি অবশ্যই মিলিবে,—হয় দুশমনের উপর বিজয়, আর না হয় শাহাদাত। ইহা শুনিয়া লোকেরা বলিল, আল্লাহর কসম, ইবনে রাওয়াহা সত্য বলিয়াছেন। অতএব লোকজন সেখান হইতে সামনে অগ্রসর হইল। যখন তাহারা বালকা' এলাকার সীমান্তে পৌঁছিলেন তখন তাহারা হেরাকলের রুমী ও আরব বাহিনীকে বালকা' মাশারিফ নামক স্থানে পাইলেন।

তারপর শত্রুবাহিনী আরো নিকটবর্তী হইলে মুসলমানগণ মূতা নামক গ্রামে সমবেত হইলেন এবং সেখানেই যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মুসলমানগণ নিজেদের বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং বাহিনীর ডান বাহুতে বনু আযরা গোত্রের হযরত কুতবাহ ইবনে কাতাদাহ (রাঃ)কে ও বাম বাহুতে একজন আনসারী সাহাবী—হযরত আবায়াহ ইবনে মালেক (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া ঝাণ্ডা লইয়া বীরত্বের সহিত লড়াই করিলেন। অবশেষে তিনি শত্রুর বর্শার আঘাতে আহত হইয়া শাহাদাত বরণ করিলেন। অতঃপর হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) সেই ঝাণ্ডা হাতে লইলেন এবং দুশমনের সহিত

WWW.BANGLAKITAB.COM

লড়াই করিতে করিতে তিনিও শাহাদাত বরণ করিলেন। মুসলমানদের মধ্যে হযরত জা'ফর (রাঃ)ই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি (যুদ্ধের ময়দানে) নিজের ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন।

তাবারানী গ্রন্থে অনুরূপ হাদীস হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, হযরত জা'ফর (রাঃ) ঝাণ্ডা হাতে লইলেন এবং যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল তখন তিনি নিজের লালবর্ণের ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন। তারপর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। আর হযরত জা'ফর (রাঃ)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পা কাটিয়া দিয়াছেন।

হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহে কবিতা আবৃত্তি

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি এতীম ছিলাম এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর নিকট প্রতিপালিত হইতেছিলাম। তিনি সেই (মূতার যুদ্ধের) সফরে আমাকেও তাহার সঙ্গে উটের পিছনে বসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আল্লাহর কসম, এক রাত্রে তিনি সফর করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাহাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিলাম—

إِذَا أَدْنَيْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي - مَسِيرَةَ أَرْبَعٍ بَعْدَ الْحِسَاءِ

(হে আমার উটনী,) যখন তুমি আমাকে নিকটবর্তী করিয়া দিবে এবং হাছা নামক স্থানের পর চার দিনের পথ আমার হাওদা বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

فَشَأْنُكِ أَنْعُمٌ وَخَلَاكِ ذَمٌّ - وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي وَرَائِي

তখন তুমি নেয়ামতের মধ্যে সুখে থাকিও, তোমাকে আর কেহ মন্দ বলিবে না, (কেননা আমি তো সেখানে যাইয়া শহীদ হইয়া যাইব তোমার

পিঠে সফর করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না।) আর আল্লাহ করেন, আমি যেন পিছনে নিজের পরিবারের নিকট ফিরিয়া না যাই।

وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَغَادَرُونِي - بِأَرْضِ الشَّامِ مُسْتَنْهَى الثَّوَاءِ

এবং সেখান হইতে মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিবে আর আমাকে সিরিয়ার জমিনে সেইখানে রাখিয়া আসিবে যেখানে আমার শেষ অবস্থান হইবে।

وَرَدَّكَ كُلُّ ذِي نَسَبٍ قَرِيبٍ - إِلَى الرَّحْمٰنِ مُنْقَطِعَ الْإِخَاءِ

আর (আমার শহীদ হওয়ার পর) তোমাকে আমার ঐ সকল আত্মীয় স্বজন লইয়া যাইবে যাহারা রহমান এর তো নিকটবর্তী হইবে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

هُنَالِكَ لَا أُبَالِي طَلْعَ بَعْلٍ - وَلَا نَخْلٍ أُسَافِلُهَا رُوَاءُ

আর তখন না আমি আপনি জন্মায় এমন বৃক্ষের ফলের পরওয়া করিব আর না খেজুর ফলের পরওয়া করিবে যাহার মূলে পানি সেঁচা হইয়াছে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি তাহার মুখে (শাহাদাতের আগ্রহপূর্ণ) এই কবিতা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি আমাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, ওরে দুষ্ট, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে শাহাদাত নসীব করেন তবে তোর কি ক্ষতি? আমি শহীদ হইয়া গেলে তুই আমার হাওদায় বসিয়া মদীনায় ফিরিয়া যাইবি।

(বিদায়াহ)

হযরত আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রীয় আমার দুধ পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন হযরত জা'ফর (রাঃ) শহীদ হইয়া গেলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ঝাণ্ডা ধারণ করিলেন এবং আপন ঘোড়ার পিঠে ঝাণ্ডা লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি (লড়াইয়ের

www.BANGLAKITAB.com